Contents

১৮১৩৪০
৬০

ইকবাল প্রতিভা

মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইকবাল প্রতিভা

অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

হিজরী ১৪০০ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.islaminonesite.com

ইকবাল-প্রতিভা :
মোহাম্মদ গোলাম রসূল

ই. ফা. প্রকাশনা : ১৪৮

দ্বিতীয় সংস্করণ :
পৌষ, ১৩৮৬
জানুয়ারী, ১৯৮০
সফর, ১৪০০

প্রকাশনায় :
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন
ঢাকা-২

প্রচ্ছদ অংকনে :
কাজী আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকর :
মহীউদ্দীন আহমদ
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১

মূল্য : নয় টাকা

IQBAL-PROTIVA : Literary Talent of Poet Iqbal, written by Professor Golam Rasul in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca to celebrate the commencement of 1400 Al-Hijra.

Price : Tk. 9·00

www.islaminonesite.com

পরিচয়-পত্র

'ইকবাল-পরিচিতি'র লেখক প্রফেসর গোলাম রসুল সাহেবকে বহুদিন আগে থেকেই চিনি। তিনি বয়সে তরুণ, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে তিনি যতখানি পরিচিত হয়েছেন, তরুণ বাঙালী মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সেরূপ খুব কমই দেখা যায়।

ইকবাল শুধু কবি নন, দার্শনিকও। কাজেই, তাঁকে বুঝতে হলে শুধু ভাব-বিলাসী হলেই চলবে না, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রয়োজন হবে। ইকবালের কাব্য-দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেও দর্শন-মনা না হলে নতুন কিছুই বলা যাবে না। পাশ্চাত্য দর্শনের মুকাবেলায় ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। সুখের বিষয়, ইকবাল সেই কঠিন কাজই করে গেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের গলদ কোথায়, তা তিনি সার্থকভাবেই দেখিয়ে গেছেন।

ইকবালের দৃষ্টি ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পরিচয় দেওয়া একই কারণে সহজ নয়। গোলাম রসুল সাহেব সে পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন দেখে খুশী হয়েছি। কুরআন শরীফ-এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্তমান দার্শনিক মতবাদের আলোকে তিনি ইকবাল-কাব্যের ও ইকবাল-চিন্তাধারার যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। নানাদিক থেকে তিনি ইকবালকে দেখিয়েছেন। ইকবালকে চিনাবার জন্য বাংলা ভাষায় এই ধরনের প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ এই-ই প্রথম। গভীর দরদ দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি ইকবাল-কাব্যের আলোচনা করেছেন। আলোচনা কোথাও শালীনতা হারায় নি; সর্বত্রই লেখকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর আছে। যে ভাষা এবং যে ভঙ্গীতে দার্শনিক বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত, 'ইকবাল-পরিচিতি'তে সেই ভাষা ও সেই দৃষ্টিভঙ্গীই আছে।

ইকবালের বিপ্লবী চিন্তাধারা মুসলিম জগতে এনেছে এক অভূতপূর্ব নব-জাগরণ। মুসলিমের 'খুদী'তে লেগেছে আগুনের ছোঁয়া। প্রদীপ্ত চেতনায় সে উঠেছে জেগে। মুসলিম মনে আজ যে নতুন জীবন-চাঞ্চল্য দেখা

www.islaminonesite.com

যায়, তার মূলেও আছে ইকবালের জ্যোতির্ময়ী বাণী। বস্তুতঃ ইসলামের কাব্যরূপ যে কত সুন্দর, বলিষ্ঠ ও দুর্বার হতে পারে, এ যুগে ইকবাল তা জগতকে দেখিয়েছেন।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় বাংলার মুসলমান ইকবাল-কাব্যের সহিত এখনও সম্যক পরিচিত হয়ে উঠেনি; ইকবালের বিশ্ব ও জীবন-বোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে মুসলমানদের কত প্রয়োজন, তা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝবেন। সুখের বিষয়, এই প্রয়োজনের দিনে অধ্যাপক গোলাম রসুল 'ইকবাল-পরিচিতি' নিয়ে কওমের দুয়ারে হাযির হয়েছেন। এইজন্য তাঁকে দেই আমার অকুণ্ঠ মুবারকবাদ। আমাদের তামদ্দুনিক সংগঠনের পক্ষে এই বইখানি যে খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

'ইকবাল পরিচিতি'র অনেকগুলি প্রবন্ধই 'নওবাহারে' প্রকাশিত হয়েছিল।

গত পাঁচ বছরে যা-কিছু মনন-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে 'ইকবাল-পরিচিতি' যে অগ্রগণ্য, তাতে আমার সন্দেহ নেই। প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের ঘরে ঘরে এই বইখানি বিরাজ করুক, এই আমার কামনা।

মোস্তফা-মঞ্জিল
শান্তিনগর : ঢাকা
৪।৪।৫৩

গোলাম মোস্তফা

www.islaminonesite.com

ইকবালের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ সনে আল্লামা ইকবাল পাঞ্জাবের শিয়ালকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে তাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা ইকবাল শিয়ালকোটে সমাপ্ত করেন এবং পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য লাহোর যান। শিয়ালকোটে সুবিখ্যাত পণ্ডিত শামসুল উলামা মীর হাসানের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। মীর হাসান ইকবালের প্রতিভার আভাস পান। তখন থেকেই ইকবাল কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন উর্দু-কবি দাগ কবি হিসাবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইকবাল তাঁর কবিতাগুলি দাগের কাছে পাঠাতেন সংশোধনের জন্য। দু'একটি কবিতা পাঠ করে দাগ অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইকবালের কবিতার কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই। দাগের জীবদ্দশাতেই ইকবাল কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

ইকবাল যখন অধ্যয়নের জন্য লাহোরে যান, তখন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে লাহোর খ্যাতি অর্জন করেছিল। অনেক সমিতি ও সংঘ গড়ে উঠেছিল সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্যে। ইকবাল সে সব সমিতির বৈঠকে বা মুশায়েরায় কবিতা পাঠ করতেন। সেগুলি খুবই সমাদৃত হয়েছিল। লাহোরে 'আনজুমানে হিমায়েতে ইসলাম' সমিতির মুশায়েরায় 'নালায়ে এতিম' শীর্ষক একটি কবিতা ইকবাল পাঠ করেছিলেন। ভাবীকালে তিনি যে সাহিত্য-জগতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে ফুটে উঠবেন তার স্পষ্ট ইংগিত তাতে পাওয়া গিয়েছিল।

লাহোরে থাকাকালীন ইকবাল স্বনামধন্য স্যার আর্নল্ড-এর সংগে পরিচিত হন। আর্নল্ড-এর সংস্পর্শে এসে ইকবাল পাশ্চাত্য ভাবধারা ও কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইকবাল উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যার মতো অধ্যয়নে রত থাকেন। কেমব্রিজ,

www.islaminonesite.com

লণ্ডন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করে নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। এ সকল স্থানে অবস্থানকালে তাঁর দৃষ্টিভংগীর ও মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন এবং কর্মঠ, সংগ্রামশীল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি বলেন :

جنبش سے ہے زندگی جہاں کی
یہ رسم قدیم ہے یہاں کی

গতির জন্যই সৃষ্টি আছে বেঁচে
এইটাই দুনিয়ার পুরাতন রীতি।

ইউরোপে অবস্থানকালে ইকবাল ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন। জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'Development of Metaphysics in Persia'। অধিকন্তু তিনি ব্যারিস্টারী পাস করেন। ছয় মাসকাল ইকবাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় অধ্যাপনাও করেন এবং অনেকগুলি বক্তৃতা দেন লণ্ডনের ক্যাক্সটন (Caxton) হলে। সেগুলি তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় দেয়। বিলাতে থাকাকালীন বস্তুতান্ত্রিকতার দিকটি লক্ষ্য করে ইকবাল শংকিত হন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আয়ুষ্কাল যে আর অধিক দিন নেই, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

১৯০৮ সনে ইকবাল লাহোরে ফিরে আসেন এবং লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সংগে সংগে আইন ব্যবসায়ও শুরু করেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আস্‌রারে খুদী' প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থে জীবন-বিমুখ সূফী-সাধকদের প্রতি ইকবালের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। এমন কি ইরানের মরমী কবি হাফিজও তাঁর আক্রমণ থেকে বাদ পড়েন নি। এজন্য সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইকবালের খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'রমুজে বেখুদী' প্রকাশিত হয়। এবার ইকবাল দার্শনিক

www.islaminonesite.com

হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দার্শনিক না হয়েও বড় কবি হওয়া যায় না, সে-কথার সত্যতা ইকবাল প্রতিপন্ন করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইকবাল নাইট উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ খিজ্‌রে-রাহ্‌, তুলুয়ে-ইসলামী, বাংগে দারা, পায়াম-ই-মাশ্‌রিক, জবুরে আজম, বালে জীবরীল, যরবে কলীম প্রভৃতি লিখিত হয়। ইকবালের আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'Reconstruction of Religious Thought in Islam' চিন্তারাজ্যে একটি বিশেষ অবদান নিঃসন্দেহ।

১৯০৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইন ব্যবসায়ে ইকবাল রত থাকেন। অসুস্থতার জন্য পরবর্তীকালে এ ব্যবসায় তাঁকে ত্যাগ করতে হয়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইকবাল পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত হন। এলাহাবাদের এ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ প্রদানকালে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অবসানকল্পে মুসলমানদের জন্য একটি নতুন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠনের প্রস্তাব তিনি পেশ করেন।

১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইকবাল বিলাতে 'রাউণ্ড টেবল্‌ কনফারেন্সে' যোগ দেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ইকবালের কর্মচঞ্চল ও ঘটনাবহুল জীবনের অবসান হয় ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের পদ তাঁকে প্রদান করা হয়। কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন বিলাত যাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি।

www.islaminonesite.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ইকবাল একাধারে কবি ও দার্শনিক। কিন্তু এই তাঁর শেষ পরিচয় নয়—সবার উপরে তিনি যুগ-স্রষ্টা, নতুন যুগের প্রবর্তক। যে যুগ-সন্ধিক্ষণে শতধাবিভক্ত মুসলিম কওম সারা দুনিয়ায় হতাশা, ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে দিনাতিপাত করছিল, আপন তাহযিব ও তমদ্দুন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে কৃত্রিম পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মোহে বিভ্রান্ত হয়ে পথ খুঁজছিল, কুরআনের আলোকে ও হযরতের আদর্শ জীবনের শিক্ষায় যারা পেল না পথ-নির্দেশ, অনৈসলামিক বিকৃত-রুচিগ্রস্ত জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝলকে বিমোহিত হয়ে যারা কওম হিসাবে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যেতে বসেছিল, সেই মোহান্ধ, আত্মবিস্মৃত মুসলমানদের শতাব্দীর ঘুম ভাঙালেন ইকবাল। কুরআনের আলোকে সমুজ্জ্বল, হযরতের শিক্ষা-দীক্ষায় ভাস্বর এক নতুন পথের তিনি দিলেন সন্ধান, যে বিপুল ও মহান সম্ভাবনার বীজ তাঁর 'খুদীর' মধ্যে আছে লুক্কায়িত, সেই অমূল্য রত্নের দিলেন ইংগিত, অতীতের যে ইতিহাস তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমর স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, তার প্রতি তাদের করলেন সজাগ। তিনি গাইলেন :

مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری
تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا

পশ্চিমের কতো না উপত্যকায় আমার আযান ধ্বনিত হয়েছে,
আমার বেগবতী স্রোতধারার কেউই গতিরোধ করতে পারে নি।

ইকবালের আহ্বান ব্যর্থ যায় নি। মৃতপ্রায়, পঙ্গু কওম অটল সংকল্প নিয়ে আবার উঠেছে জেগে; শিরায়-শিরায়, ধমনীতে-ধমনীতে তার তাজা প্রাণ-মাতানো রক্তের দোলা আবার লেগেছে; নব জীবনের সাড়া আজ পড়ে গেছে সারা মুসলিম-জাহানে; পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মুখোশ আজ খুলে গেছে। নির্যাতিত, নিগৃহীত মুসলিম-জাহান আজ ঘোষণা করেছে ক্ষমাহীন সংগ্রাম; মিসর-মরক্কো, ইরাক-ইরান, দেশে দেশে আজ জাগ্রত

www.islaminonesite.com

মানুষ দাবি করছে তার অধিকার ; ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে আজ গোলামির শত-সহস্র শৃঙখল। ইকবালের স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানও আজ পিছনে পড়ে থাকবে না। জাগ্রত মুসলিম-জাহানের সাথে পা ফেলে সেও এগিয়ে যাবে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে, নতুন সমাজ তৈরি করতে—কুরআনের প্রোজ্জ্বল আলোকে।

বিশ্বব্যাপী এই নবজাগৃতির মূলে ইকবালের যে অবদান তা চিরকাল থাকবে অম্লান, অবিস্মরণীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এই মহামানবের জীবনী ও বাণী নিয়ে বিশেষ আলোচনা অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে আজও হয়নি। ইংরেজী সাহিত্য সে অভাব অনেকটা পূরণ করেছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্য এদিক দিয়ে খুবই পশ্চাৎপদ। দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ আজকাল অনেক লেখা হচ্ছে বটে, কিন্তু আজ অবধি ইকবাল-প্রতিভার সকল দিক নিয়ে লেখা কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। একমাত্র ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের একখানি গ্রন্থ রেনেসাঁস পাবলিকেশন্স দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতো পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা যে সুপাঠ্য হবে তা বলাই বাহুল্য। তবে তাঁর গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত। ইকবালের সকল দিক নিয়ে আলোচনা হয়নি। কাজেই, সেইরূপ একটি গ্রন্থ লেখার বাসনায় এ-কাজ হাতে নিয়েছি। এরূপ মহৎ কাজ আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা যে সুসম্পন্ন হবে, সে বিষয়ে আমার অনেক সন্দেহ-সংশয় আছে। তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কতটুকু সক্ষম হয়েছি সে বিচার সুধীজনের। আমি ইকবালের দীন ভক্ত, তাই যতটুকুই সক্ষম হই না কেন, এহেন প্রচেষ্টার মধ্যেও আনন্দ আছে।

পরিশেষে একটি কথা না বললে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হতো না যদি একজনের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতি না পেতাম। আমার কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতো না যদি তিনি স্নেহ-বারি সিঞ্চন না করতেন ; তাঁরই অকুণ্ঠ সাহায্য, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার জন্য আজ আমার এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দিনের আলোয় বেরিয়ে এলো। এই সহৃদয় ব্যক্তিটি আর কেউ নন—তিনি আমাদের জাতির গৌরব, বাংলাদেশের সম্পদ জনাব কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব। 'Friend, Philosopher and Guide' বলতে যা বুঝায়, আমার জন্য তিনি ঠিক তাই। এই

www.islaminonesite.com

Contents

গ্রন্থখানির পিছনে তাঁর অক্লান্ত সাহায্য ও সহযোগিতা সকল সময় কাজ করেছে। তাঁর শুকরিয়া জানিয়ে তাঁকে খাটো করতে চাই না।

আর একটি কথা বলে না রাখলে ত্রুটি থেকে যাবে মনে করি এবং আমার ভুল বোঝারও অবকাশ থাকতে পারে। যদিও এ পুস্তকে ইকবাল প্রতিভার সকল দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি তবু আরও দিক রয়ে গেলো আমার আলোচনার বাইরে। ইকবালের মতো একটি বিরাট ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার সমস্ত দিক নিয়ে সুষ্ঠু ও বিশদভাবে আলোচনা করা একটি পুস্তকের মধ্যে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার জ্ঞান ও যোগ্যতারও অভাব আছে। ইকবাল-কাব্যের একটি দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারি নি — সেটা হল তাঁর কাব্যের ছন্দ, সৌন্দর্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের দিক। এই বিষয়ে আমার যোগ্যতা নেই বলে অনর্থক চেষ্টা করি নি। আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে সে ভার ন্যস্ত রইলো।

ডক্টর সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ লিখিত 'Iqbal: His Art & Thought' নামক গ্রন্থখানিতে ইকবালের বিভিন্ন প্রকারের কবিতা, যথা, কাসিদা, গযল, মসনভী ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং কবির শিল্প-চাতুর্য সম্বন্ধে অতি সুন্দর ও বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। বাংলা ভাষায় সেরূপ একটি গ্রন্থের প্রতীক্ষায় রইলাম।

আবার বলি, আমার এই গ্রন্থটি লেখার মোটামুটি উদ্দেশ্য হল বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান ও চিন্তানায়কের ধ্যান-ধারণার সংগে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সে দিক দিয়ে সফল হলেই আমার সকল ক্লেশ ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বিনীত

গ্রন্থকার

www.islaminonesite.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'ইকবাল পরিচিতি' নামক আমার লেখা পুস্তকটি প্রথম ছাপা হয় ইংরেজী ১৯৫৩ সালে মরহুম কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের সহৃদয়তায় ও সহযোগিতায়। এই পুস্তকের ভিতর সব ক'টি নিবন্ধই তাঁর মাসিক পত্র নওবাহারে ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলো তাঁর ভালো লাগে। তাই তিনি আমায় উপদেশ দেন নিবন্ধগুলোর একটি সংকলন ছাপতে। নানা অসুবিধার জন্যে আমি সমর্থ হইনি। কবি একদিন নিজেই ছেপে দেবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সত্য সত্যই তিনি সেগুলো ছাপালেনও 'ইকবাল পরিচিতি' নাম দিয়ে। তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক। এ বইটি ছেপে তিনি আমায় ঋণী করে গেছেন। তাঁর ঋণ পরিশোধ আমি করতে পারিনি। বইটির ভিতর তিনি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে আমায় আরও ঋণী করেছেন। তাঁর নিবিড় সাহচর্য ও স্নেহ লাভ করে আমি ধন্য।

বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও সহৃদয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটি অনেক দিন থেকে বর্ধিতাকারে ছাপাবার এরাদা ছিল। এতোদিন সফল হইনি। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া এতোদিন পর বইটির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ পাঠকদের সামনে পেশ করার এরাদা করেছি। আশা করি, বইটি বিদগ্ধ পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। ইকবাল প্রতিভার সব দিকের সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। উদ্দেশ্য সফল হলে শ্রম সার্থক ব'লে মনে করবো। আল্লাহ্ ইচ্ছা পূরণ করুন।

গ্রন্থকার

www.islaminonesite.com

প্রকাশকের বক্তব্য

আল্লামা ইকবাল-এর কালজয়ী প্রতিভা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। তিনি শুধু এ উপমহাদেশের নন, আধুনিক মুসলিম বিশ্বেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসূল বিরচিত 'ইকবাল-প্রতিভা' ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছিল। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সে কারণে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বইটি পুনঃ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে ফাউণ্ডেশনের রীতি মুতাবিক আলোচ্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি বোর্ডের নিকট প্রদান করা হয়। বোর্ড কর্তৃক নিযুক্তিত সম্পাদক প্রয়োজনীয় সম্পাদনার কাজ ছাড়াও লেখকের ইতিপূর্বেকার সাজানো পরিচ্ছেদসমূহের আমূল পুনর্বিন্যাস সাধন করেন এবং গোটা বইয়ের মূল ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে 'পাক-ভারত রাজনীতিতে ইকবালের ভূমিকা' পরিচ্ছেদটি পুরাপুরি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

আমরা সম্পাদকের পরামর্শ অনুসারেই 'ইকবাল-প্রতিভা' প্রকাশ করছি। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান সংস্করণে 'ইকবাল-প্রতিভা' আরো বেশী একাডেমিক এবং আরো বেশী বিমূর্ত হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, লেখকের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা এবং পূর্বাপর সাযুজ্যও ফুটে উঠেছে পূর্ণমাত্রায়। বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

www.islaminonesite.com

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইকবালের ধর্ম দর্শন ।। ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম রেনেসাঁর কবি ইকবাল ।। ১১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইকবাল ও রুমী ।। ১৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইকবালের দৃষ্টিতে মর্দ-ই-মুমিন ।। ২৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইকবালের খুদী দর্শন ।। ২৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইকবাল-সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ ।। ৩৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইকবালের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ।। ৪৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইকবালের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ ।। ৫২

নবম পরিচ্ছেদ

ইকবাল-সাহিত্যে প্রগতি ।। ৫৯

দশম পরিচ্ছেদ

ইকবাল-সাহিত্যের রূপ-রেখা ।। ৬৪

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইকবালের শিল্প ও জীবনবোধ ।। ৭৩

গ্রন্থপঞ্জী ।। ৮১

www.islaminonesite.com

ইকবাল প্রতিভা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইকবালের ধর্ম দর্শন

ইকবাল তওহীদে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। সে তওহীদ নির্ভেজাল। অর্থাৎ কুরআনের আলোকেই ইকবাল তওহীদকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন; বিজাতীয় বা অনৈসলামিক চিন্তাধারার প্রভাবে তওহীদের ব্যাখ্যায় ও উপলব্ধিতে যে পরিবর্তন এসেছে, তাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কুরআন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপর ঈমান বা বিশ্বাসের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লেখ্য যে, তওহীদ কেবল নামায-রোযা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সৎ কর্মের মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের যাবতীয় কার্য ও বিশ্ব-চরাচরের রহস্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমেই তা উপলব্ধি করতে হয়। ধর্ম শুধু পরলোকের মুক্তি ও শান্তি হাসিলের জন্য নয়, এই দুনিয়ার জীবনেও ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিটি চিন্তা, কর্ম, অনুভূতিকে রঞ্জিত করবে, প্রভাবিত করবে ধর্ম। ইকবাল বলেন: "Religion is not a departmental affair; it is neither mere thought, nor mere feeling, nor mere action; it is an expression of the whole man."[১]

ইকবাল আরো বলেন, এই জীবন ও জগত এবং সমগ্র সৃষ্টির কোন কিছুই পরিত্যাজ্য নয়। তাঁর কথায়: "There is no such thing as a profane world."[২] আরও বলেছেন: "Merely material has no substance unless we discover it rooted in

১. Iqbal: The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 2.
২. Ibid, p. 155.

www.islaminonesite.com

Contents

the spiritual."[১] যদিও ultimato reality অথবা পরম সত্য হলো আধ্যাত্মিক, তবুও তার বিকাশ হয় জাগতিক জীবনের মাধ্যমে। ইকবালের কথায় : "The ultimate reality, according to the Quran, is spiritual and its life consists in its temporal activity."[২] কুরআন ইহলোক ও পরলোককে এক নিবিড় যোগসূত্রে বেঁধেছে। ইহজীবনের সফলতা বা বিফলতার উপর পরজীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল। ইকবাল বলেন : "The main purpose of the Quran is to awaken in man the higher consciousness of his manifold relations with God and the universe."[৩] যে জগত আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়েছে, আল্লাহ্ চান তার সংগে আমরা সম্বন্ধ রাখি, তার উদ্দেশ্য আমরা অনুধাবন করি।

পক্ষান্তরে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে পড়ে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে জগত সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগী হারিয়ে ফেলেছিল। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস মানুষ ছাড়া প্রাণীজগত, বৃক্ষজগত, গ্রহ-নক্ষত্রের জগত ইত্যাদিকে সত্যোপলব্ধির জন্য আবশ্যক মনে করতেন না। আর তাঁর শিষ্য দার্শনিক প্লেটোও ইন্দ্রিয় জগত বা এই দৃশ্যমান জগতকে অসার ও অলীক বলে ভ্রূক্ষেপ করতেন না, বরং অদৃশ্য জগত বা ইন্দ্রিয়াতীত জগতকেই তিনি একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। ইকবাল এইসব ধারণাকে সমর্থন করেন নি, কেননা এসব ধারণা কুরআন-সমর্থিত নয়। তিনি তাই বলেন : "How unlike the spirit of the Quran, which sees in the humble bee recepient of Divine inspiration."[৪]

আল্লাহ্ বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মক্ষিকা পর্যন্ত মানুষের শিক্ষার জন্য এবং বিশ্বের কোন না কোন প্রয়োজনে লাগার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে, বায়ুসঞ্চালনে, সঞ্চয়মান মেঘমালায় ও তারকাখচিত আকাশে এবং যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের ভিতর কুরআন মানুষকে

১. Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 3
২. Ibid, p. 155
৩. Ibid, p. 155
৪. Ibid, pp. 8-9

www.islaminonesite.com

Contents

সৃষ্টির নিদর্শন ও সৃষ্টি-রহস্য অনুধাবন করার তাকীদ দিয়েছে। কাজেই যে দর্শন বা মতবাদ মানুষকে জীবনবিমুখ করে, ইকবাল তাকে মানুষের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন। মানুষকে যারা ধর্মের নামে নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদী করে তুলেছে, তাদের বিরোধিতায় ইকবাল বলেছেন :

کسے خبر کہ سفینے ترا ڈبو چکی
فقیر و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی

'কে জানে ফকীর, সূফী ও কবিদের নিরানন্দ চিন্তাধারা কতো জীবন-তরী ডুবিয়ে দিয়েছে।'

ইকবাল এক বক্তৃতায় বলেছিলেন : "My criticism of Plato is directed against those philosophical systems which hold death rather than life as their ideal systems which ignore the greatest obstruction to life, namely, matter, and teach us to run away from it instead of absorbing it." অর্থাৎ বাস্তবের বিরোধিতা করে যারা মানুষকে জীবনসংগ্রামে বিমুখ করে এবং জীবন থেকে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করে সেই সব দার্শনিক, প্লেটো বা যে-কেউ হোক না, ইকবাল তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু যে-সব সূফী সাধক মানুষকে ধর্মের ও কর্মের, ইহজীবনের ও পর-জীবনের বাণী শুনিয়েছেন তাঁদের প্রতি ইকবাল শ্রদ্ধাশীল। রুমী, গাযযালী প্রমুখ সূফীর ভাবধারায় তিনি মনকে রাঙিয়েছেন। কবি এ ধরনের সূফীদের সম্বন্ধে বলেন :

تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی
نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

'ভালবাসার সাধ যদি থাকে তো ফকীরদের সেবা কর,
গ্রেবের মতো মূল্যবান বাদশাদের ধনাগারে পাবে না।'

সূফীতত্ত্বে ইকবালের মতক্ বা অনুরাগের পরিচয় আমরা পাই তাঁর অনেক কবিতায়। একটি এইরূপ :

www.islaminonesite.com

Contents

بر مقام خود رسیدن زندگی است
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است [১]

ইকবাল ও রুমী দুই কবির ভিতর ছিল কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। তবু রুমীর ভাবশিষ্য ছিলেন ইকবাল। ইকবালের নিজের কথায় :

مرشد رومی حکیم پاکزاد
سر مرگ و زندگی بر ما کشاد

'পূতজন্ম জ্ঞানী গুরু রুমী আমার কাছে
জীবন মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।'

এইসব সূফীর প্রভাবেই ইকবালও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির (Sense perception) উপর আত্মিক অনুভূতি বা দিব্য দর্শনকে (Intuition —সূফীরা যাকে বলেন 'কাশ্‌ফ') প্রাধান্য দিয়েছেন। কাশফ-এর পূর্ণ পরিণতি ওহী বা প্রত্যাদেশ (Revelation)। নবীদেরও কাশ্‌ফ-এর অনুরূপ অনুভূতি ছিল, যাকে বলা হয় 'ইলহাম'।

বুদ্ধি ও প্রেম (love বা intuition), ধর্ম ও দর্শন—এ দু'য়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে ইকবাল বলেন: "They spring up from the same root and complement each other. The one grasps reality piecetreal, the other grasps it in its wholeness. The one fixes its gaze on the eternal, the other on the temporal aspect of Reality."[২] আবার অন্যত্র বলেছেন: "The aspiration of religion soars higher than that of philosophy. Philosophy is an intellectual view of things.·····It sees Reality from a distance as it were. Religion

১. এই দু'টি ছত্র সূফীতত্ত্বের সার কথা। মানুষের 'যাত' বা সত্তাকে উপলব্ধি করাই তার জীবনের চরম সফলতা। নিজের সত্তাকে বুঝলে সে স্রষ্টাকে বুঝবে। আমাদের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য। সেখানেই আমাদের চরম উপলব্ধি।

২. Reconstruction of Religious Thought in Islam, পৃ: ২-৩

www.islaminonesite.com

Contents

seeks closer contact with Reality. The one is theory, the other is living experience, association, intimacy."[১]

গায্যালী তাঁর 'মিশ্কাত আল-আনওয়ার' পুস্তকটিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের দীনতার কথা এক উপমার সাহায্যে চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: ইন্দ্রিয়ের শক্তি এতোই সীমিত এবং বিকৃত যে, আমরা স্থির বস্তুকে চলমান এবং চলমান বস্তুকে স্থির বলে ধারণা করি। এই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ে থাকে আজকাল রেলগাড়ী ভ্রমণে। এই দৃষ্টিবিভ্রম থেকে সূফীদের কাশ্ফ মুক্ত; তাঁরা যা দিব্য দৃষ্টিতে দেখেন তা সত্য ছাড়া আর কিছু নয়।

ইকবাল বলেন, আধুনিক লোকেরা বুদ্ধিনির্ভর হয়ে নানা অশান্তি ও সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। তিনি বলেন: "Wholly overshadowed by the results of his intellectual activity the modern man has ceased to live soulfully, that is from within. In the domain of thought he is in conflict with himself; and in the domain of economic and political life he is in conflict with others."[২]

ইকবাল তাই এক কবিতায় বলেছেন:

دل بینا بھی کر خدا سے طلب - آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

'রহস্য-দেখা চোখ খোদার কাছে চাও—
চোখের আলো ও হৃদয়ের আলো এক নয়।'

কেবল পুঁথিগত বিদ্যায়, ইকবাল বলেন, আনন্দ আছে, কিন্তু শান্তি নাই। তাঁর ভাষায়:

علم میں تو سرور ہے لیکن -
وہ جنت ہے جس میں حور نہیں

'বিদ্যায় আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু সে
হুরহীন জান্নাতের মতো শান্তিহীন।'

১. Reconstruction of Religious Thought in Islam, পৃঃ ৬১
২. Ibid, পৃঃ ১৮৭

www.islaminonesite.com

Contents

তাই ইকবাল বলেন, Reality বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে ইন্দ্রিয় (sense perception) ও কাল্‌ব (হৃদয়) উভয়কে ব্যবহার করতে হবে। ইকবালের কথায়: 'In the interests of securing a complete vision of Reality, therefore, sense perception must be supplement by the perception of what the Quran describes as 'Fuad' or 'Qalb', i.e. heart."[১] রুমীর অভিমতের উল্লেখ করে ইকবাল বলেন: "The heart is a kind of inner intuition or insight which, in the beautiful words of Rummi, feeds on the rays of the sun and brings us into contact with aspects of Reality other than those open to sense perception."[২] অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় যার নাগাল পায় না, হৃদয় তার সংগে সংযোগ স্থাপন করে।

ইকবাল বলেন: মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ নিজ ব্যবহারে নিয়ে আসার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন, কিন্তু সেই শক্তিসমূহকে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য নয়, বরং আত্মিক বিকাশ সাধনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। তাঁর নিজের কথায়: "The naturalism of the Quran is only a recognition of the fact that man is related to nature, and this relation, in view of its possibility as a means of controlling her forces, must be exploited in the interests not of unrighteous domination, but in the nobler interest of a free upward movement of spiritual life."[৩]

ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন কল্পে ইকবাল বলেন: ধর্ম কোন 'dogma' (মতবাদ) নয়, কোন 'priesthood' (পৌরহিত্য) নয়, কোন 'ritual'-ও (অনুষ্ঠান) নয়; বরং ধর্ম এমন একটি জীবন-বিধান যা মানুষকে বিজ্ঞানের যুগেও তার দায়িত্ব পালনে তাকে

1. Reconstruction of Religious Thought in Islam, P. 15.
2. Ibid, pp. 15-16
3, Reconstruction, of Religious Thought in Islam, p. 15.

www.islaminonesite.com

Contents

প্রস্তুত করে; এবং তার প্রতীতিকে দৃঢ় সক্ষম করে দেয়, যার ফলে সে সত্যোপলব্ধিতে সক্ষম হয়ে উঠে। সুষ্ঠু ধর্মবোধ মানুষকে তার উৎপত্তি ও ভবিষ্যৎ, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এমন সঠিক ধারণা দিবে যে, মানুষ বর্তমান দুনিয়ায় তার আধ্যাত্মিক সত্তা হারিয়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যে অমানুষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে তার থেকে সে অব্যাহতি লাভ করবে।[১] এর আগেও বলেছি, তবু আবার ইকবালের ভাষায় বলতে হয়: "Religion is not a departmental affair; it is neither mere thought, nor mere feeling, nor mere action; it is an expression of the whole man."[২]

তবে ধর্ম পদার্থবিদ্যাও নয়, রসায়নশাস্ত্রও নয় যে, ল্যাবরেটরীতে তাকে experiment ও পরীক্ষা করে বুঝতে হবে। ইকবালের কথায়: "Religion aims at reaching the real significance of a special variety of human-experience."[৩] অর্থাৎ ধর্ম মানবিক অভিজ্ঞতার বিশেষ এক স্তরের ব্যাপার; জাগতিক জ্ঞান-গরিমা ইন্দ্রিয়াতীত পরম সত্যের আভাস পায় মাত্র, কিন্তু তাকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে চাই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার নয়, বরং সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা ও হৃদয়সঞ্জাত উপলব্ধির ব্যাপার।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র কি—সে প্রশ্নের উত্তরে ইকবাল বলেন: "The state, according to Islam, is only an effort to realise the Spiritual in a human organization. But in this sense all state, not based on mere domination and aiming at the realization of ideal principles, is theocratic."[৪] অর্থাৎ প্রভুত্ব-প্রতিপত্তির জন্য নয়, কোন আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কায়েম হলে সে রাষ্ট্র হবে theocracy। Theocracy অর্থে পোপ-পুরোহিত বা মোল্লার শাসন নয়, কেননা কোন কায়েমী স্বার্থের অস্তিত্ব থাকবে না। আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রে;

---

১. Recons. of Rel. Thought in Islam, p. 189

২. Ibid, p. 2.

৩. Ibid, p. 26

৪. Recons. of Rel. Thought in Islam, p. 155

www.islaminonesite.com

Contents

theocracy আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিতে জনগণের কল্যাণ সাধন করবে।

ইকবাল বলেন, ধর্ম তার গতিশীলতা হারালে তা প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ভাষায়: "Conservatism is as bad in religion as in any other department of human activity. It destroys the ego's creative freedom and closes up the paths of fresh spiritual enterprise."[১] বস্তুত: রক্ষণশীলতা আমাদেরকে পশ্চাৎমুখী করে এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও গতির পথকে রুদ্ধ করে এবং আমাদের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার ও মননশীলতার অপমৃত্যু ঘটায়। ইসলামের লক্ষ্য হলো মানুষের ভিতর গতিশীলতা (dynamism) বৃদ্ধি করা, সৃজনশীলতার দিকে তাকে উন্মুখ করে তোলা। এর অভাব ঘটেছে বলেই অধুনা মুসলমানগণ জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছে।

ইকবালের মতে, ধর্ম বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন জবরদস্তি-মূলক আইন-কানুন নয়; বরং সে-সব আমাদেরই জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন এবং আমাদেরই চেতনার মধ্যে রয়েছে তার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি।[২] ইকবালের কথায়: "And since God is the ultimate spiritual basis of all life, loyalty to God virtualy amounts to man's loyalty to his own ideal nature."[৩] অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য মানুষের আদর্শ স্বভাবের প্রতি আনুগত্য ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামে গতিশীলতা ও প্রগতি যাঁরা আনতে চেয়েছিলেন মধ্যযুগে ও পরবর্তীকালে তাঁরা হচ্ছেন ইবনে তাইমিয়া, শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী। ইকবাল এঁদের সমর্থক ছিলেন এবং সেই ধারায় তিনিও চিন্তা করে গেছেন। মুসলমান কওমকে সক্রিয় জীবনবাদে এবং বর্তমান দুনিয়ায় উদ্ভূত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয়

১. Recons. of Rel. Thought in Islam, P. 183.
২. Ibid, P. 181.
৩. Ibid. p. 147.

www.islaminonesite.com

Contents

চিন্তার পুনর্গঠনের কাজে ইকবাল বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশিষ্ট এবং প্রায় একক ভূমিকা পালন করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

ইকবাল যে কর্মবিমুখ ছিলেন না, বরং কর্মবাদ ও গতিশীলতায় তিনি যে বিশ্বাসী ছিলেন, সে কথা আগেও কিছু বলার চেষ্টা করেছি। তবে ইকবাল কর্মে বিশ্বাসী হলেও ধর্মহীন কর্মে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। আল্লামা ইউসুফ আলীর কথায় : "He would din into the ears of a lethargic world the watch-words of swiftness, forcefulness and unflinching assertion of personality." [১] পক্ষান্তরে গতি ও কর্মে বিশ্বাসী হলেও সে গতি ও কর্মের প্রাণ বা মর্মবাণী হতে হবে ধর্ম—এই ছিল ইকবালের আদর্শ। অধ্যাপক আলেসান্দ্রো বওসানীর ভাষায় : "Iqbal is not one of those tired mystics of the East, which too many of us Europeans admire, but neither is he unreligious activist, a frantic adorer of action for action's sake." [২] অর্থাৎ, ধর্ম ও কর্মের সুষ্ঠু সমন্বয় চেয়েছিলেন ইকবাল।

ইকবাল যেমন বস্তুবাদী বা জড়বাদী দার্শনিক ও শিল্পী ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না জীবনবিমুখ অধ্যাত্মবাদী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তথাকথিত কোন জীবনসাধনাই ইকবাল সমর্থন করেন নি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে এবং সেই সংগে ইসলামী আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার রঙে সব কিছু রঞ্জিত করে মানুষের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ চেয়েছিলেন ইকবাল। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক অধঃপতন ইকবালকে যে আঘাত দিয়েছিল, তারই অভিব্যক্তি আমরা তাঁর অনেক কবিতায় পেয়েছি। সেরূপ একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے !
دیو کیا تھے تیرا جذب و قلندرانہ !

'তোমার দৃষ্টিতে কতো হৃদয় বুকের ভিতর
কেঁপে উঠতো

১. Great Men of India P. 566.
২. Pakistan Miscellany, P. 81.

www.islaminonesite.com

Contents

আর আজ তুমি হারিয়ে ফেলেছো
কালান্দারের জয্‌বা।'

ইকবাল ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও ইসলামী চিন্তাধারার সার্থক ভাষ্যকার। বরং তাঁকে মুসলিম জাহানের অন্যতম প্রতিভাবান অনন্যসাধারণ মনীষী হিসাবে নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা চলে, যিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, চিন্তানায়ক ও ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সূফী-সাধকের শ্রেণীতে ফেলতে রাজী নন, কিন্তু অধ্যাপক আরবেরী (Arberry) বিনাদ্বিধায় তাঁকে সূফীতত্ত্বের সাধক হিসাবে সূফীদের ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন। আরবেরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "Iqbal belongs by right to the history of sufism, to which he made both scientific and practical contributions, and I, therefore, need make no apology for mentioning his name in this context."[১]

১. A. J. Arberry : An Introduction to the History of Sufism, P. 67.

www.islaminonesite.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম রেনেসাঁর কবি ইকবাল

ইকবালের কবি-প্রতিভার স্বরূপ আলোচনা করার পূর্বে জনৈক খ্যাত-নামা সমালোচকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত না করে পারছি না। এতে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ অনেকখানি পরিস্ফুট হবে বলে মনে করি। উক্ত সমালোচক বলেছেন : "Some men are, like rain, God's gifts to mankind. The shower comes on a dry, parched and arid land and it begins to bloom and blossom with gold and glory. Great souls with their teachings resuscitate the dead humanity and human corpses begin to bestir themselves with life and action." কোন কোন মানুষ খোদার দান—বৃষ্টির মতো ধরণীতে নেমে আসেন। বৃষ্টি যেমন শুষ্ক, উর্বর ভূমিকে সোনার ফসলে ভরে দিয়ে যায়, তেমনি মহাত্মারা তাঁদের শিক্ষার প্রভাবে মৃত মানবতাকে জাগিয়ে তোলেন। তাঁদের ভিতর দেখা দেয় নব-জীবনের স্পন্দন ও কর্মপ্রেরণা।

এই মন্তব্যটি যে ইকবালের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইকবালের কবি-প্রতিভার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁর কাব্য নিছক কল্পনাবিলাস নয়। অন্তরের অন্তঃ-স্থলে যাকে তিনি চরম সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন এবং যাকে উপলব্ধি করে জীবনের প্রতিটি কাজের ভিতর রূপ দেওয়ার আজীবন সাধনা করে গেছেন তাঁর কাব্যে ছিল সেই মহান মর্মবাণীর অভিব্যক্তি। তাই ইকবাল-কাব্য ক্ষণিকের আবেগে লেখা ভাষা ও ছন্দের কেরামতি নয়, যা কেবল চমক লাগিয়ে শেষ হয়ে যায়, মনের গভীরে দাগ কেটে নয়। এ হলো কবির হৃদয়-নিংড়ানো সুধা। বস্তুতঃ ইকবাল তাঁর শিল্পকে এক মহান উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনের যা উপলব্ধি, যাকে

www.islaminonesite.com

Contents

বাদ দিলে ইকবালের খোলসটিই থেকে যায়, আসল বস্তু আমরা হারিয়ে ফেলি, আর দশজনের মতো তিনিও তখন হয়ে পড়েন অতি সাধারণ, সেই অমূল্য সম্পদ ইকবালের কাব্যের প্রাণ। এমনিভাবে যে শিল্পী তার শিল্পের মধ্যে আপন হৃদয়-শতদলকে মেলে ধরতে না পারে, তাঁর সৃষ্টি হয় প্রাণ-হীন, নিষ্ফল। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر

'হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল ছবিই প্রাণহীন,
হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল গানই অর্থহীন।'

পৃথিবীর যা কিছু মহান ও সুন্দর, তা শিল্পই হোক আর সাহিত্যই হোক, বাস্তব জীবনের সঙ্গে যে নিবিড় যোগ, যার ফলে শিল্প-সাহিত্য হয় সুন্দর, স্বাভাবিক ও প্রাণবান, ইকবাল তা অস্বীকার করেন নি, বরং তিনি বলেছেন যে, শিল্পের চরম লক্ষ্যই হল জীবনের পরিপূর্ণ স্ফুরণ এবং আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত শক্তিকে ও কর্ম-প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলার কাজে শিল্প এক হাতিয়ার। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "The highest art is that which awakons our dormant will-force and nerves us to face the trials of life manfully." তাছাড়া আরও বলেছেন : "The dogma of Art for the sake of Art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power. There should be no opium-eating in Art."

এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করার ফলে ইকবাল-কাব্য হয়েছে সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী। মৃতপ্রায়, পঙ্গু কওমের জন্য এ এক অপূর্ব আবেহায়াত, যা মুসলিম জাহানে এনেছে নব-জীবনের স্পন্দন। ইকবাল অধঃপতিত মুসলমান জাতিকে দেখে হৃদয়ে যে ব্যথা অনুভব করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেয়েছি 'শিক্‌ওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়া'। ইকবাল মুসলমানদের হৃদয়হীন, অন্তঃসারশূন্য নামায, রোযা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান দেখে মর্মাহত হন এবং আন্তরিকতাহীন এইরূপ ধর্ম পালনের জন্যই

www.islaminonesite.com

Contents

যে তারা আল্লাহ্‌র রহমত হারিয়ে জীবনযুদ্ধে মার খেয়ে পিছিয়ে পড়েছে, এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেন। তারই অভিব্যক্তি ঘটে 'শিক্‌ওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিকওয়া'-তে। এই কাব্য দুটিতে কবি সন্ধানী আলোকে এবং বিষাদময় প্রকাশভংগীতে ও ভাষায় মুসলিম সমাজের বিশ্লেষণ করে দুরবস্থার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেন :

رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

'আযানের প্রথা রয়ে গেছে কিন্তু বেলালের রূহ আর নাই
দর্শন রয়ে গেছে, কিন্তু গায্‌যালীর শিক্ষা আর নাই।'

এভাবেই আত্মবিস্মৃত, পর-পদানত মুসলমানদের সামনে কবি তুলে ধরলেন তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের জ্যোতির্ময় ইতিহাস। শুধু তাই নয়, এর দ্বারাই তিনি কওমকে দিয়ে গেছেন শক্তির মন্ত্র—একমাত্র জাগ্রত ও সমৃদ্ধ 'খুদী' থেকেই যা লাভ করা সম্ভব। নিজের খুদীর উপর, কর্মক্ষমতার উপর যে প্রত্যয় হারিয়ে ফেলে, ঝরা পাতার মতো দিন তার ফুরিয়ে যায়; জয় ও সাফল্যের রাজপথে তার ঠাঁই হয় না; বিজয়ী মিছিল চলে এগিয়ে, আর সে পিছনে পড়ে থাকে শতাব্দীর অভিশাপ মাথায় নিয়ে। একদিন খুদীর বলে বলীয়ান মুসলমানদের সামনে বাধা-বিঘ্নের পাহাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার'—কেউ তার গতি রোধ করতে পারে নি। তাই ইকবাল সেই গৌরবময় অতীতের গান গেয়েছেন এবং অতীতের যুগস্রষ্টা, অমর মুসলমানদের বংশধরদের শতাব্দীর অবসাদ, জড়তা ও স্থবিরতা ঝেড়ে ফেলে আবার তার অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری
تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارے

'পশ্চিমের কতো উপত্যকায় আমার আযান ধ্বনিত হয়েছে
আমার বেগবতী স্রোত-ধারার কেউ গতিরোধ করতে পারে নি।'

www.islaminonesite.com

Contents

মুসলমানদের সাহস, শক্তি ও ঈমানের জোশে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি বলেন :

توحید کی امانت سینوں میں ہمارے
آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا

'তওহীদের আমানত আমার সিনায়,
দুনিয়া থেকে আমাদের মুছে ফেলা সহজ নয়।'

তিনি বলেছেন, আমাদেরই পূর্বপুরুষ পশ্চিমের দেশে দেশে এক কালে তার বিজয় নিশান উড়িয়েছিল, আর তার আযানের সুমধুর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছিল। ইকবাল একালের মুসলমানদেরকে অতীতের ইতিহাস থেকে জীবন-পাথেয় ও প্রেরণা সংগ্রহ করার জন্য ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں
دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں

'গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আমি আমার সামনে রাখি,
গতকালের আয়নায় আমি আগামী কালকে দেখি।'

কোন অবস্থাতেই ইকবাল নিরুৎসাহ হন নি। নিরন্ধ্র অন্ধকারেও তিনি আশার আলো দেখেছেন; মুসলিম জাহানে জাগরণের জোয়ার আসবে, নওরোযের বুলবুলের কল-কাকলীতে আবার যে উদ্যান মুখরিত হয়ে উঠবে, সে কথা কবি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছেন :

شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے

'প্রভাতের আলোয় এই তিমির রাত্রির হবে অবসান,
এই উদ্যান করবে পুলকিত তওহীদের প্রাণ মাতানো গান।'

মুসলিম রেনেসাঁর কবি হিসাবে ইকবাল নজরুল ইসলামের সংগে তুলনীয়। ইকবাল উর্দু ও ফারসী সাহিত্যে যা করেছেন নজরুল ইসলাম তাই বাংলা সাহিত্যে করে গেছেন। নজরুল ইসলামও 'উমর', 'খালেদ' প্রভৃতি

www.islaminonesite.com

Contents

কবিতায় অতীতের মুসলমানদের গৌরবগাঁথা গেয়েছেন এবং 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' প্রভৃতি কবিতায় বর্তমানের মুসলিম অধঃপতনের মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন। শুধু তাই নয়, নতুন করে জাগ্রত হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্যও উভয়ে মুসলমানদের জড়তার উপরে তীব্র কশাঘাত হেনেছেন।

ইকবাল মুসলমানদেরকে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রাচীন, স্থবির, অচলায়তনকে ভেঙে গতিশীল, নতুন প্রাণময়তায় স্পন্দিত হয়ে জীবনের অভিসারী হতেও তিনি মুসলিম জাতিকে ডাক দিয়েছেন। এদিক থেকে ইকবাল ও নজরুল ইসলাম একই ভূমিকায় সাহিত্য জগতে কাজ করেছেন। ইকবাল বলেছেন:

پرانے ہیں ستارے فلک بھی فرسودہ
جہاں و چاہیئے مجھ کو کہ ہو ابھی نو خیز

'এই তারকা ও আকাশ সব কিছু পুরাতন,
আমি নতুন জেগে-উঠা পৃথিবী চাই।'

নজরুল ইসলাম বলেন:

তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ওই নতুনের কেতন উড়ে—
কাল বোশেখীর ঝড়!

উভয় কবিই ইসলামে দৃঢ় প্রতীতি নিয়ে, বুকে দুর্জয় সাহস এবং বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে এগিয়ে এসেছিলেন মুসলমানের বর্তমান কলঙ্ক ঘুচাতে এবং মুসলমান জাতিকে নব উদ্যমে ও নতুন কর্মপ্রেরণায় জাগাতে। এই দুই কবির অবদান এদিক থেকে অবিস্মরণীয়। জাতি বহুকাল অবধি তাঁদের কাব্য থেকে চলার পথে অফুরন্ত প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে ধন্য হবে।

www.islaminonesite.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইকবাল ও রুমী

কবি ইকবালের উপর যে কবির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব পড়েছিল তিনি হলেন জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭—১২৭৩ খ্রীঃ)। যদিও রুমী ও ইকবালের মধ্যে কয়েক শত বৎসরের ব্যবধান, তবুও চিন্তাধারার দিক থেকে উভয় কবির মধ্যে নিবিড় সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় কবিই প্রেমকে (ইশক) বুদ্ধির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও বুদ্ধিকে একেবারে অবজ্ঞাও করেন নি। দ্বিতীয়ত, উভয় কবিই অদৃষ্টবাদে নয়, কর্মবাদে বিশ্বাসী। তদের মতে তক্‌দীর থাকলেও তদ্‌বীরের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তদ্‌বীর বা শ্রম-সাধনা ছাড়া আল্লাহ্‌র খলীফা—মানুষের জীবন ধারণের কথা কল্পনা করা যায় না। তৃতীয়ত, উভয়েই জীবনবাদী কবি; কেউই সমাজ-বিমুখ নন। ধার্মিক লোকের সমাজবিমুখতা পলায়নী মনোভাবের পরিচায়ক। চতুর্থত, উভয় কবিই ইনসান-ই-কামিল অথবা মর্দ-ই-মুমিনের থিওরী বা তত্ত্বে বিশ্বাসী।

রুমী বলেন :

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
اے طبیب جملہ علتہائے ما
اے دوائے نخوت و ناموس ما
اے تو افلاطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوہ در رقص آمد و چالاک شد [১]

'সুখে থাকো, ওহে প্রেম, তুমি মোদের এনে দাও খুশ সওগাত,
তুমি মোদের সর্ব ব্যাধির ওগো চিকিৎসক।
তুমি মোদের সর্ব গর্ব-অহংকারের প্রতিষেধক,
ওগো মোদের আফলাতুন ও জালিনুস তুমি।
প্রেমের বলে মাটির মানুষ হলো আকাশচারী,
তূর পাহাড়ে জাগলো নাচন বঁধুর মোহন আনন হেরি।'

১. মসনভী।

www.islaminonesite.com

Contents

রুমী আরও বলেন :

علت عاشق ز علتها جدا ست
عشق اصطرلاب اسرار خدا ست [১]

'প্রেমিকের ব্যাধি সব ব্যাধি থেকে পৃথক,
প্রেম আল্লাহ্‌র রহস্যের উদ্‌ঘাটক।

ইকবাল বলেন :

عشق دم جبریل عشق دل مصطفےٰ
عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام
عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک
عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس الکرام
عشق کے مضراب سے نغمۂ تار حیات
عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات [২]

'প্রেম জিবরীলের শ্বাস, প্রেম মুস্তাফার হৃদয়,
প্রেম আল্লাহ্‌র রসূল, প্রেম আল্লাহ্‌র বাণী,
আমাদের নশ্বর দেহ প্রেমের পরশে হয় জ্যোতিষ্মান
প্রেম নতুন তৈরী মদিরা, প্রেম শাহী পাত্র,
প্রেমের কাঠির পরশে জীবন-বীণায় উঠে ঝংকার,
প্রেম জীবনের জ্যোতি, প্রেম জীবনের উত্তাপ।'

অন্যত্র ইকবাল বলেছেন :

بیا اے عشق اے رمز دل ما
بیا اے کشت ما، اے حاصل ما
کہن گشتند این خاکی نہادان
دگر آدم بنا کن از گل ما [৩]

---

১. মসনভী
২. বালে জীবরীল পৃ: ১২৮
৩. পায়াম-ই-মাশরিক, পৃ: ৫৬

www.islaminonesite.com

Contents

'এসো প্রেম, অন্তরের গূঢ় রহস্য তুমি,
ওহে এসো, তুমি আমাদের বীজ ও ফসল
এই মাটির জীবগুলো অনেক পুরানো হয়ে গেছে—
আমাদের মাটি থেকে অন্য আদম তৈরী করো।'

প্রেম ও বুদ্ধির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন:

زیرکی سباحی آمد در بحار
کم رهد غرقست او پایان کار

'বুদ্ধি সমুদ্রে সন্তরণ সদৃশ—
সাঁতারু বাঁচে না, শেষ অবধি তার বিনাশ ঘটে।'

আর প্রেম প্রসঙ্গে রুমী বলেন:

عشق چوں کشتی بود بہر خواص
کم بود آفت بود اغلب خلاص

'প্রেম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তরণী স্বরূপ—
অনেকের জন্য তা পরিত্রাণ আনে।'

ইকবাল বলেন:

زیرکی از عشق گردد حق شناس
کار عشق از زیرکی محکم اساس
عشق چوں با زیرکی همبر شود
نقشبند عالم دیگر شود
خیز و نقش عالم دیگر بنه
عشق را با زیرکی آمیزده[1]

'প্রেমের বলে বুদ্ধি পরম সত্যের পরিচয় পায়,
আর বুদ্ধি করে প্রেমকে শক্তিশালী।
যখন প্রেম ও বুদ্ধি যুক্ত হয়
এক নতুন জগতের সৃষ্টি হয়।
উঠো, নতুন পৃথিবীর ভিত্তি গড়ো
বুদ্ধি ও প্রেমকে যুক্ত করে।'

১. জাভিদনামা, পৃ: ৭১

www.islaminonesite.com

Contents

ইকবাল আরও বলেন :

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا اور کچھ نہیں

'বুদ্ধির কাছে সংবাদ ছাড়া আর কিছু নাই
তোমার চিকিৎসা অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।'

বুদ্ধির সাহায্যে মানুষের জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। আমাদের এগিয়ে চলার বিরাম নেই। তাই ইকবাল বলেছেন :

ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا
حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں

'প্রতিটি মনযিলের পরে আছে
তোমার আরও মনযিল,
জীবন অবিরাম অভিযান ছাড়া
আর কিছু নয়।'[১]

মর্দ-ই-মুমিন সম্বন্ধে রুমী ও ইকবালের অভিমত প্রধানত: একই। রুমী বলেন :

مرد خدا شاہ بود زیر دلق
مرد خدا گنج بود در خراب
مرد خدا نیست ز بار و خاک
مرد خدا نیست ز نار و آب
مرد خدا بی نمودے بے دران
مرد خدا پارد در بے سماب

১. তুলনীয়—জীবনেশে কে বাঁধিতে পারে?
আকাশের প্রান্ত তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
—রবীন্দ্রনাথ।

www.islaminonesite.com

Contents

'মর্দে মুমিন দরবেশী পোশাকের নীচে বাদশাহ
মর্দে মুমিন নিঃস্বতার মধ্যে সম্পদ।
মর্দে মুমিন বায়ু ও মাটির সংগে সম্পর্কহীন
মর্দে মুমিন পানি ও আগুনের সংগে সম্পর্কহীন।
মর্দে মুমিন সিন্ধুর মতো সীমাহীন,
মর্দে মুমিন বিনা মেঘে করে মুক্তা বর্ষণ।'

ইকবাল বলেন :

خاکی و نوری نہاد بندۂ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اسکی امیدیں قلیل اسکے مقاصد جلیل
اس کی ادا دلفریب اس کی نگہ دلنواز[১]

'মানুষ হয়েও ফেরেশতা স্বভাব, দাস হয়েও প্রভুর গুণে গুণান্বিত,
দুই পৃথিবী থেকে তার চিত্ত মুক্ত।
তার সাধ আশা সামান্য, তার আকাঙ্খা সুমহান,
তার ব্যবহার চিত্তাকর্ষক, তার দৃষ্টি আনন্দদায়ক।'

মর্দে মুমিন (the perfect man) রুমীর মতে সৃষ্টির কারণ। তিনি বলেন, যদিও গাছ থেকে ফল উৎপন্ন হয় কিন্তু বাস্তব পক্ষে ফল থেকে গাছের উৎপত্তি। ঠিক সেইরকমই মর্দে মুমিন মানব সৃষ্টির কারণ। খলীফা আবদুল হাকিমের ভাষায় মর্দে মুমিন :
'A microcosm in form' এবং 'microcosm in reality'

বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে রুমী বলেন :

مردم از حیوانی آدم شدم
پس چہ ترسم کہ ز مردن کم شوم

'প্রাণী জগতে মরে গেলাম ও মানুষ হয়ে জন্ম নিলাম,
সুতরাং ভয় কি যে মৃত্যুর পর অবনত হবো?'

---

১. বালে জিব্রীল, পৃঃ ১৩২
২. Khalifa Abdul Hakim : The Metaphysics of Rumi. P. 93

www.islaminonesite.com

Contents

রুমীর দীর্ঘ কবিতার উদ্ধৃতি না দিয়ে তাঁর বিবর্তনবাদের সারাংশ নীচে তুলে ধরা হলো : 'অচেতন ছিলাম, চেতনা পেলাম অর্থাৎ inorganic থেকে organic stage-এ এলাম, অথবা জড় থেকে জন্ম নিলাম উদ্ভিদে এবং তা থেকে জন্ম নিলাম প্রাণীতে, প্রাণী থেকে জন্ম নিলাম মানুষরূপে, মানুষ থেকে উর্ধ্বলোকের ফেরেশতাকুলে এবং তার থেকে আরও উর্ধ্বে উঠে যাবো, যা কল্পনাতীত।[১] প্রসঙ্গত: মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা—'প্রবাসী', যার মধ্যে হুবহু রুমী বর্ণিত বিবর্তনবাদের প্রতিফলন লক্ষণীয়। কবিতাটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো :

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।।

কবি ইকবাল বলেন :

هر لحظه نیا طور نئی برق تجلّی
الله کرے مرحلۂ شوق نه هو طی

'প্রতি মুহূর্তে যেন নতুন নতুন সিনাই পাহাড়
ও নব নব সৌন্দর্য শিখার জন্ম হোক।
হে আল্লাহ্! প্রেমের যাত্রার যেন সমাপ্তি না ঘটে।'

এ ছাড়া দুই কবিই (রুমী ও ইকবাল) জীবনবাদী ও প্রগতিশীল। তাঁদের সাহিত্যে জীবন ও জগতের প্রতি অশ্রদ্ধা বা ঔদাসীন্যের লেশমাত্র নেই, বরং এক বলিষ্ঠ আশাবাদের ও কর্মবাদের বাণীতে মুখরিত। তাঁদের সাহিত্য মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। রুমী বলেন :

کوشش بیهوده به از خفتگی

'নিদ্রা অপেক্ষা অনর্থক পরিশ্রমও উত্তম।'

১. মসনভী, তৃয় খণ্ড

www.islaminonesite.com

Contents

ইকবাল বলেন:

اس رہ میں مقام بے محل ہے
پوشیدہ قرار میں اجل ہے
چلنے والے نکل گئے ہیں
جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں

'এই পথে স্থিতি অসম্ভব,
স্থিতির মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যু।
যারা সচল তারা চলে গেছে
যে থামলো, সে পিষ্ট হলো।'

এমনিভাবে দুই কবির চিন্তাধারায় সাদৃশ্য মিলে। মধ্যযুগীয় কবি রুমী আধুনিক ইকবালের সংগে ভাবের দিক থেকে এক। আধুনিক কবি ইকবাল মধ্যযুগীয় রুমীর চিন্তাধারায় দীক্ষা নিয়েছেন এবং তাঁর ভাবশিষ্য বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেছেন।

www.islaminonesite.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইকবালের দৃষ্টিতে মর্দ-ই-মুমিন

ইকবাল মানুষকে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের বাণী ও তার ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধির কথা বার বার শুনিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে, তাঁর চিন্তা-ধারায়। তাঁর বক্তৃতায় এই বক্তব্যই নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আস্‌রার-ই-খুদী' এই দর্শনেরই প্রকাশ। কিন্তু ইকবাল শুধু থিওরী বা মতবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর মতবাদ কিরূপে কার্যকর হবে তারও নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "You have come here shining more brightly than the sun which lightens the whole world ; live in such a way as to throw light over every atom of dust."[১] অর্থাৎ, তুমি সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর আলো নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, যে সূর্য সারা পৃথিবীকে আলো দেয়। এমন করে জীবন-যাপন কর যাতে প্রতিটি ধূলিকণা আলোকিত হয়।'

এইরূপ সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য ইকবাল জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন—(১) আইনের প্রতি আনুগত্য (শরীয়ত); (২) সংযম বা মুজাহিদা; (৩) আল্লাহ্‌র খিলাফত। এই শেষোক্ত মর্যাদা বা আল্লাহ্‌র খিলাফত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র দাসত্ব বা ইবাদত ইখ্‌তিয়ার করতে হবে আল্লাহ্‌র বান্দাকে; আল্লাহ্ ছাড়া আর দ্বিতীয় কারো বন্দেগী বা ইবাদত নয়।

ইকবাল বলেন: "Man, who is merely an important being completed by Him Who is 'nearer than his jugular vein' becomes omnipotent and creator of new spiritual worlds."[২] অর্থাৎ, 'মানুষ দুর্বল হয়েও

---

১. Pakistan Miscellany, Karachi, 1952, P. 80—অধ্যাপক আলেসাদ্রো বওসানী কর্তৃক উদ্ধৃত।

২. Pakistan Miscellany, Karachi, 1952 P. 82

www.islaminonesite.com

Contents

সেই আল্লাহ্ যখন তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন, সে আল্লাহ্ তার "গর্দানের রগের চেয়েও নিকটতর" তখন সে সর্ব-শক্তিমান হয় এবং নতুন নতুন আধ্যাত্মিক জগতের স্রষ্টার গৌরব লাভ করে।'

এই ইনসান-ই-কামিল (ইকবালের ভাষায় নায়েব) সম্বন্ধে ইকবাল বলেছেন: "The Na'ib (superman) is the vice-general of God on earth. He is the completest Ego, the goal of humanity..... The highest power is united in him to the highest knowledge ..... He is the last fruit of the tree of humanity and all the trials of a painful evolution are justified, because he is to come at the end. He is the real ruler of mankind; his kingdom is the kingdom of God on earth." "এই নায়েব" অর্থাৎ পূর্ণ মানুষ শুধু আল্লাহ্র প্রকৃত খলীফা নয়, বরং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অথবা শ্রেষ্ঠ খুদীর অধিকারী। তিনি মানবতার চূড়ান্ত পরিণতি; তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। তিনিই এই দুনিয়ার সত্যিকার শাসক এবং তাঁর রাজ্যই দুনিয়ায় আল্লাহ্র রাজ্য। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী এই ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানুষই আল্লাহ্র দুনিয়ায় আল্লাহ্র রাজত্ব কায়েম করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

ইকবাল ইনসান-ই-কামিলের গুণাবলীর কথা এক কবিতায় এভাবে বলেছেন:

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مؤمن کا ہاتھ
غالب و کار آفریں کار کشا کارساز
خاکی و نوری نہاد بندۂ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی اسکا دل بے نیاز
اسکی امیدیں قلیل اسکے مقاصد جلیل

www.islaminonesite.com

Contents

'মুমিন বান্দার হাত স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাত—
তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিধর্মী, সাহসী ও দক্ষ।
মানুষ হয়ে ফেরেশতা স্বভাবের অধিকারী, প্রভুর গুণে গুণান্বিত,
উভয় জগত থেকে হৃদয় তাঁর মুক্ত,
তাঁর সাধ-আশা সামান্য, তাঁর লক্ষ্য উচ্চ।'

অতঃপর কবি বলেন :

اس کی ادا دلفریب اس کی نگہ دلنواز
بزم دم گفتگو گرم دم جستجو

'তাঁর ব্যবহার চিত্তহারী, তাঁর দৃষ্টি মনোহারী,
তিনি আলাপে মিষ্টভাষী, তিনি অনুসন্ধানে পটু।'

ইকবালের এই ইনসান-ই-কামিল বা মর্দ-ই-মুমিনের (পূর্ণ মানুষ) সঙ্গে Aristotle-এর Ideal Man-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয় : "He is of a disposition to domen service, though he is ashamed to have a service done to him. To confer a kindness is a mark of superiority ; to receive one is a mark of subordination ..... He never feels malice, and always forgets and passes over injuries. His courage is sedate, his voice deep, his speech measured ; he is not given to hurry, for he is concerned about only a few things ; he is not prone to vehemence for he thinks nothing very important..... He bears the accidents of life with dignity and grace, making the best of his circumstances like a skilled general who marshals his limited forces with all the strategy of war. ....."[১]

ইকবালের ও এরিসটোটলের উদ্ধৃতির মধ্যে যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে তা কারো নযর এড়াবার কথা নয়।

১. Ethics, IV, P. 3

www.islaminonesite.com

Contents

ইকবাল বলেন :

الحذر از منت غیر الحذر

'সাবধান, মানুষের এহ্সান বা বাধ্যবাধকতা থেকে সাবধান।'

ইকবাল প্লেটো অপেক্ষা Aristotle-এর সমর্থক ছিলেন বেশী। প্লেটোর দর্শনের সমালোচনা করেছেন ইকবাল। কিন্তু Aristotle-এর চিন্তাধারার প্রভাব যে তাঁর উপর কিছুটা পড়েছে, তা স্পষ্ট।

ইকবাল তাঁর এক কবিতায় মর্দ-ই-মুমিনের সত্যপ্রীতি ও সাহসিকতার কথা বলেছেন :

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

'বীর পুরুষের নীতি হলো সত্য ভাষণ ও সাহসিকতা—
আল্লাহ্র সিংহ শৃগালের শঠতা জানে না।'

আল্লাহ্র মুমিন বান্দার উদারতা ও বিশ্ব-মানবতার আদর্শ সম্পর্কে ইকবাল বলেছেন :

درویش خدا مست نہ شرقی نہ غربی
گھر میرا نہ صفاہان نہ دہلی نہ سمرقند

'খোদা পাগল-দরবেশ—না প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের,
আমার দেশ না ইসফাহান, না দিল্লী, না সমরকন্দ।'

ইনসান-ই-কামিলের ধারণা দার্শনিক, সূফী, সাধকদের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। শায়খ আবদুল করীম জিলির (১৩৬৬—১৪০৮ খ্রী:) "ইন্সানুল্ কামিল" নামের এক পুস্তকে কামিল ইনসানের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর আলোচনা রয়েছে।

ইকবাল ও রুমী (১২০৭-৭৩ খ্রী:) মর্দ-ই-মুমিনের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে একমত। রুমী বলেন, প্রত্যেক যামানায় মর্দ-ই-মুমিন থাকবে। ইকবালও এ বিষয়ে একমত নন। ইকবাল বলেন, মর্দ-ই-মুমিন নিজেই একটি অলৌকিকত্ব (miracle)।

www.islaminonesite.com

Contents

ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ১২৪০ খ্রী:) বলেন, ইনসান-ই-কামিল এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র এক ক্ষুদ্র নমুনা (a miniature of Reality)। আল-জিলি বলেন, আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত (গুণাবলী) ইনসান-ই-কামিলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। ইনসান-ই-কামিল প্রথমত: আল্লাহ্‌র নামের ক্ষেত্রে (sphere of names), দ্বিতীয়ত: তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রে (sphere of attributes) এবং তৃতীয়ত: তাঁর সত্তার ক্ষেত্রে(sphere of Essence) প্রবেশ করেন। তখন তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র হাত, আল্লাহ্‌র চোখ, আল্লাহ্‌র জিহ্বায় যেন পরিণত হন। বলা বাহুল্য এই সব উপমা রূপক। মানুষের বোধগম্য করার জন্য এইসব রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।

www.islaminonesite.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইকবালের বৃদ্ধ দর্শন

ইকবাল মুসলিম জাতিকে নৈরাশ্য, জড়তা, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করে, তারই প্রতিষেধক হিসাবে ব্যক্তিত্বের বা খুদীর চরম বিকাশের জন্য মুসলিম জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের মধ্যেই বস্তুতঃ মুসলমান তার গৌরব-মহিমা ও জাগতিক শক্তি-সম্পদ হারিয়েছিল এবং সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। ইকবাল সেই সন্ধিক্ষণে, মৃতপ্রায় জাতির কানে কানে জাগরণের বাণী শোনালেন; তাকে দিলেন নতুন পথের দিশা। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দিয়ে তিনি জাতির ঝিমিয়ে-পড়া চেতনায় আঘাত হানলেন। কবিও তিনি মানুষের কবি, বিশ্বজনীন তাঁর বাণী, মানবতা তাঁর সাহিত্যের মর্ম-বাণী, তবুও জাতীয় জাগরণের জন্য তাঁকে তাঁর লেখনী কম চালনা করতে হয় নি। জাতির অধঃপতন লক্ষ্য করে মর্মান্তিক যাতনায় ও দুঃখে বেদনায় প্রাণ উদ্বেলিত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তাই শুধু কাব্যচর্চার মাধ্যমেই নয়, জীবনে তাঁকে রাজনীতিও করতে হয়েছে মুসলিম জাতির পরিত্রাণের ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

যাহোক, জাতীয় অধঃপতনের প্রতিকার হিসাবেই তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এলো হৃদয় নিংড়ানো কাব্য 'শিক্‌ওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়া'। এই দুই কাব্যগ্রন্থে তিনি মুসলমান জাতির অবনতির দুঃখ-বেদনার ও হতাশার চিত্র আঁকলেন; তার নানা কারণও তিনি নির্ণয় করলেন এবং এ সবের অবসানের পথও তিনি বাতলে দিলেন। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এই অভাগা জাতির বৃথা অভিযোগ তিনি খণ্ডন করলেন এবং সেই সঙ্গে তাদের দোষ-ত্রুটিরও কঠোর সমালোচনা করলেন। গভীর বিশ্লেষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সন্ধানী আলোকেই ইকবাল বস্তুতঃ জাতির অতীত ও বর্তমানের কার্যাবলী ও উন্নতি-অবনতির কারণসমূহ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জাতির সুপ্ত, ঝিমিয়ে-পড়া চেতনাকে আঘাত হেনে জাগাতে হবে। তাই অতীতের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিগুলো তুলে ধরে তার পাশে মুসলমানের

www.islaminonesite.com

Contents

অধঃপতিত বর্তমানকে মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপ দিলেন। তিনি দেখালেন, মুসলমানের ভুল-ত্রুটির দরুন অর্জিত ফলাফল তথা এই অধঃপতন ছিল স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিকে শুধু অদৃষ্টের দোহাই বা বিধাতার নির্লিপ্ততা দিয়ে বোঝানো যাবে না। তিনি আরো বললেন, দেবের হাতে মানুষ ক্রীড়নক নয়—তার স্বাধীন সত্তা রয়েছে; রয়েছে তার বহুল সম্ভাবনাও; প্রয়োজন শুধু সাধনার।

এই চিন্তাধারার দিক থেকে ইকবালের পূর্বসূরী ছিলেন কবি আলতাফ হোসেন হালী, যিনি মুসাদ্দাস লিখে যশস্বী হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, হালী স্যার সৈয়দ আহমদের প্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত মুসাদ্দাস-ই-হালী লিখেছিলেন। এই মুসাদ্দাসেই তিনি মুসলিম জাতিকে প্রথম কশাঘাত করেন। এবং আহ্বান জানান, বর্তমানের স্থবিরতা বর্জন করে অতীতের ঐতিহ্য ও গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে। আলীগড় আন্দোলনে অন্যান্য প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সাথে এভাবেই কবি হালী তাঁর কণ্ঠ মিলেয়েছিলেন এবং তাঁর কবিতায় মুসলিম অধঃপতিত জীবন ও সমাজের মর্মন্তুদ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

ইকবাল এই সব পূর্বসূরীর কাছে ঋণী থাকলেও দৃষ্টিভংগী, ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর নিজস্বতা অনন্য। তাঁর মর্মজ্বালা বা অন্তর্দাহ তাঁর সেই নিজস্ব অপরূপ বাক-ভংগী ও মননশীলতার গুণে ক্লাসিক রূপ পেয়েছে। উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী তিন ভাষাতেই ইকবাল মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন এবং বলা অনাবশ্যক যে, সবটাতেই তিনি অভূতপূর্ব সফলতাও অর্জন করেন।

জীবনবাদী কবি জীবনসংগ্রামে সাফল্যের চাবিকাঠি আমাদের হাতে দিয়েছেন। তাঁর অমর কাব্যে জীবনের গান তিনি শুনিয়েছেন—যে জীবন তার জয়মাল্য পরায় কণ্টাকাকীর্ণ পথে জীবনের অভিসারীকে। ইকবাল-কাব্যের মূল সুর হল সংগ্রাম। কেননা সংগ্রামই তাঁর কাছে জীবন। তাই কবি বলেছেন :

بکیش زندہ دلاں زندگی جفا طلبی ست
سفر بکعبہ نہ کردم راہ بے خطر است

'জিন্দা-দিল যারা তাদের নিকট জীবন হল দুঃখ-বরণ,
কাবা শরীফ যাই নি, কারণ পথে কোন বিঘ্ন নেই।'

www.islaminonesite.com

কবির মতে বিঘ্নসংকুল পথেই জীবনের ফুল ফোটে। একটি কুঁড়ি কুসুমে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে কতো ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৈরী-বিপদ তার উপর দিয়ে বয়ে যায়। সেই সব প্রতিকূল অবস্থা সমূলে হয়েও যদি তার অস্তিত্ব বজায় থাকে তবেই সে কুসুমে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। পাখী আকাশে উড়তে গেলে তাকে মেলতে হয় ডানা, কতো ঝড়-ঝাপটার আঘাতও সইতে হয়। তেমনি বিশ্ব-প্রকৃতিতে যেদিকে তাকাই না কেন, সেই দিকেই সংগ্রাম বা সংঘাতই কেবল চোখে পড়ে; বস্তুজগতে এই একই লীলা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। সুতরাং, মানুষ হয়ে সেই সার্বজনীন নীতির কেন সে ব্যতিক্রম করবে? তাই কবি বলেছিলেন :

سرایں فرمان حق دانی کہ چیست
زیستن اندر خطرہا زندگی است

'খোদার বিধানের রহস্য কী জানো?
দুঃখ-সংকটের মধ্যে জীবন-যাপন করাই প্রকৃত জীবন।'

এমন কি কবি এ-ও বলেছেন :

شریک حلقۂ رندان باد پیما باش
خزر نشو ز بیعت پیرے کہ مرد نمونما نیست

'শারাবী লোকদের আড্ডায়ও যোগ দেওয়া ভাল, তবু যে পীর বিপদ-পদকে ভয় করে চলে, তার মুরীদ হওয়া উচিত নয়।'

এই সংগ্রামশীল জীবনে যারা বিশ্বাসী, তারা আত্মনির্ভরশীল না হয়ে পারে না। কারুর কৃপার উপর নির্ভর করাকে তারা মনে করে তাদের ব্যক্তিত্বের অসম্মান এবং তার চেয়ে মৃত্যুকেই তারা শ্রেয় মনে করে। খুদীর মধ্যে যে অনন্ত শক্তির আধার লুকিয়ে আছে, যে অসীম সম্ভাবনার বীজ নিহিত আছে, তাকে বিকশিত করে তোলাই মানুষের প্রধান লক্ষ্য ও কাম্য। এই প্রসঙ্গে ইকবাল বলেছেন :

زخاک خویش طلب آتشے کہ پیدا نیست
تجلئی دگر در خور تقاضا نیست

'তোমার নিজের মাটি থেকে তৈরী করো এমন আগুন, যার নযীর নেই, অন্যের ধার-করা আলো তোমার শোভা পায় না।'

www.islaminonesite.com

Contents

এই খুদীকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে এমন এক স্তরে পেঁছিতে হবে যে স্তরে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলার ক্ষমতা নিজেরই হাতে এসে যায়। 'বালে জীব্‌রীল' গ্রন্থে কবি তাই বলেছেন :

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

'খুদীকে এরূপ উন্নত কর যে, তোমার প্রতিটি ভাগ্যলিপি লেখার পূর্বে খোদা যেন তোমায় শুধায়, কি তোমার অভিপ্রায়।'

কুরআনেরও সূরা 'রাদ'-এ মানুষের স্বাধীন কর্মশক্তির কথা আল্লাহ্ স্বীকার করেছেন : "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের সাধ্যমত অবস্থার পরিবর্তন না কর, ততক্ষণ আমি তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করি না।" এই শক্তি মানুষ পেয়েছে আল্লাহ্‌র খিলাফতের মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্ কুরআনে সূরা বকরা, সূরা আরাফ ও সূরা আহজাব-এ মানুষকে দুনিয়ার খলীফা করে প্রেরণ করার কথা বলেছেন।

আল্লাহ্‌র খলীফা মানুষ। এই মানুষ যখন তার খুদী বা personality-কে উন্নত করে গড়তে পারবে, তখনি সে হবে প্রকৃত খলীফা। আর খুদী তখনি হবে উন্নত যখন সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। কারণ আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সকল শক্তিসামর্থ্যের উৎস। চন্দ্র যেমন সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়, তেমনি আমরাও আল্লাহ্‌র সেই মহান সত্তা থেকে পাই বল, বিক্রম, শক্তি ও সাহস। সেই অপরূপ সত্তাকে আয়ত্ত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের খুদীকে বিকশিত ও বর্ধিত করতে হলে শুধু আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে জয় করলে চলবে না, জয় করতে হবে সেই পরম সত্তাকেও—যার গুণে নিজেদেরকে বিভূষিত না করতে পারলে, যার রঙে নিজেদের রাঙাতে না পারলে, আমাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব খর্ব ও ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ (স:) বলেছেন :

تخلقوا باخلاق الله

"আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে নিজকে ভূষিত কর।"

www.islaminonesite.com

ইকবাল বলেন, মানুষ আল্লাহ্ থেকে যতই দূরে থাকবে ততই তার খুদী খর্ব হবে, আর সে যতই আল্লাহ্র নিকটবর্তী হবে, ততই তার খুদী হবে শক্তিশালী। তাঁর ভাষায় : "The greater his distance from God the less his individuality. He who comes nearest to God is the completest person. Not that he is finally absorbed in God. On the other hand he absorbs God into himself. The true person not only absorbs the world of matter, by mastering it, he absorbs God himself into his ego. Life is a forward assimilative movement. It removes all obstructions in its march by assimilating them."[১]

ইকবাল বলেন: "That which fortifies personality is good, that which weakens it is bad. Art, religion and ethics must be judged from the stand point of personality."[২]

ইকবালের মতে খুদীকে যা সতেজ ও শক্তিশালী করে তা হলো সাহস, সহনশীলতা, হালাল-জীবিকা, সহিষ্ণুতা, প্রেম ও কর্ম। এ সবের মধ্যমণি হলো প্রেম (ইশ্ক)।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এই গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করছি।

১. প্রেম বা ইশ্ক : প্রেমের ধর্ম হলো প্রেমাস্পদের গুণে গুণান্বিত হওয়া। যে যাকে ভালবাসে সে তার গুণাবলী আয়ত্ত করে তার প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। মজনু লায়লাকে ভালবাসতো, তাই লায়লার প্রিয় কুকুরকেও সে ভাল না বেসে পারে নি।

ইকবাল বলেন :

جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی[৩]

১. Secrets of the Self (আসরার-ই-খুদীর ইংরেজীর অনুবাদ)-এর Introduction-এ নিকলসন কর্তৃক ইকবালের পত্রাংশ উদ্ধৃত।

২. Introduction to the Secrets of the Self, p. xvi

৩. বালে জিবরীল

www.islaminonesite.com

Contents

'প্রেম যখন নিজকে চেনার শিক্ষা দেয় তখন ভৃত্যদের কাছে শাহান-শাহীর রহস্য খুলে যায়।'

২. **ফাকর :** ফাকর একটি গুণ যা খুদীকে শক্তিশালী করে। ফাক্‌র-এর সংজ্ঞা ইকবালের মতে এইরূপ : "Supreme indifference to the rewards the world has to offer." অর্থাৎ দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের প্রতি নিরাসক্তি। ফাক্‌র সম্বন্ধে ইকবাল এক কবিতায় বলেন :

فقر مؤمن چیست؟ تسخیر جهات
بندہ از تاثیر او مولا صفات

'মুমিনের ফাক্‌র কি? স্থান ও কালের বিজয়—
ফাক্‌র দাসকে প্রভুর গুণাবলীতে ভূষিত করে।'

অন্য এক কবিতায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অধিবাসীদের মধ্যে তুলনা করে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন ইকবাল :

اب ترا دور نبی آنے کو ہے اے فقر غیور
کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زر و سیم

"হে আত্মসম্মানী ফাক্‌র, তোমার সময় প্রায় আগত,
প্রতীচ্যের রূহ নষ্ট করে দিয়েছে স্বর্ণরৌপ্যের লালসা।'

৩. **সাহসিকতা :** সাহসিকতা সম্পর্কে ইকবাল বলেন :

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

'বীর পুরুষের নীতি সত্যবাদিতা ও ভীতিহীনতা—
আল্লাহ্‌র সিংহেরা শৃগালের শঠতা জানে না।'

৪. **সহনশীলতা :** সহনশীলতা সম্বন্ধে ইকবাল বলেন :

حرف بد را بر لب آوردن خطاست
کافر و مؤمن ہم خدا است

www.islaminonesite.com

آدمیت احترام آدمی
باخبر شو از مقام آدمی
[illegible] از خدا گیرد خطاب
می شود [illegible]

উপরে উদ্ধৃত কবিতায় ইকবালের বক্তব্য হল, উদারতা ও মানবতাবোধ প্রকৃত মানুষের পক্ষে [illegible] কাফির ও মুমিন সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা। বান্দা বা সৃষ্ট জীব হিসাবে আল্লাহ্ সবাইকে আহার যোগান ; তাঁকে অস্বীকার করলেও তিনি আহার বন্ধ করেন না। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই নীতি মানুষের জন্য আদর্শ। মানুষও সেইরূপ সবার সাথে সদয় ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার করবে। যে খুদীকে চিনেছে, যে প্রেমিক, সে তার ব্যবহার দ্বারা সবার মন জয় করবে, দুনিয়ার মানুষের জন্য সে শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে আসবে।

৫. **কাস্‌বে হালাল:** কাস্‌বে হালাল অথবা হালাল রোজগার বা জীবিকা সম্বন্ধে কবি বলেন :

پشیمان شو اگر لعلے ز میراث پدر خواهی
که سامانش برون آوردن لعلے کدر سنگ است

'লজ্জিত হও যদি পূর্ব-পুরুষদের থেকে মণিমুক্তা পেতে চাও—
তার চেয়ে খনি থেকে মণি আহরণ করা কতো আনন্দদায়ক।'

অর্থাৎ ইকবাল পৈতৃক সম্পত্তি বা মীরাসের উপর ভরসা করাও খুদীর পক্ষে অনিষ্টকর মনে করেন। অন্যের করুণার নির্ভর করে দান-দৌলত পাওয়ার চেয়ে নিজে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করে কিছু লাভ করার মতো মর্যাদা ও শান্তি কোথাও নেই। কবি তাই বলেন :

ز خاک خویش طلب آنچه نیست پیدا نیست
تجلی دگرے در خور نقاب نیست

'তোমার নিজের মাটি থেকে আগুন সন্ধান কর,
যা আর কোথাও নাই—
কারণ অন্যের আলো তোমার প্রকৃতির জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।'

www.islaminonesite.com

৮. **সৃজনশীলতা:** সৃজনশীলতা সম্পর্কে ইকবাল বলেন: সৃজনশীলতাই আমাদের খুদীকে সজীব ও শক্তিশালী করে। কেননা অনুকরণ প্রবৃত্তি আমাদের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে। তাঁর ভাষায়:

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو
کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ

"অনুকরণ দ্বারা তোমার খুদীকে খর্ব করো না,
একে রক্ষা কর, কেননা এ এক অনন্য রত্ন।"

অন্য এক কবিতায় কবি আরো বলেছেন:

ہر کہ او را قوت تخلیق نیست
پیش ما جز کافر و زندیق نیست

'যার সৃজনশীল প্রতিভা নেই—
আমাদের কাছে সে কাফির ও নাস্তিক ছাড়া কিছু নয়।'

ইকবাল বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ভয় করা, ভিক্ষাবৃত্তি করা, অন্যের দাসত্ব করা এবং বাহ্যগৌরবে অহমিকা প্রদর্শন করা প্রভৃতি আমাদের খুদীকে দুর্বল করে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত ছয়টি গুণ আমাদের খুদীকে করে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত। খুদী বা ব্যক্তিত্ব তারই শক্তিশালী যে নিজকে চিনেছে। হাদীসে আছে:

من عرف نفسه فقد عرف ربه

'যে নিজকে চিনেছে সে আল্লাহ্‌কে চিনেছে।'

ইকবালের ভাষায়:

اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو
قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے

'নিজের সত্তা সম্বন্ধে অবহিত হও, ওহে আত্মবিস্মৃত,
তুমি বিন্দু বটে তবু সিন্ধুর মতোই সীমাহীন।'

অন্য এক কবিতায় ইকবাল কি সুন্দর বলেছেন:

خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل

www.islaminonesite.com

Contents

'খুদীর মধ্যে খোদায়ি হারিয়ে গেছে,
ওহে অসাবধান, তাকে খুঁজে নাও।'

এই কথাই ইকবাল ইংরেজীতে বলেছেন এইভাবে: "Realization of the Ego in a profounder personality."

মনে রাখতে হবে ইকবাল পলায়নী মনোভাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবকে এড়িয়ে যে সাধনা, তা মুসলমানের সাধনা নয়, বস্তু-জগতের সংগে মোকাবেলা করে বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে আমাদের জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে হবে এবং তাতেই আমাদের খুদী বা ব্যক্তিত্ব করবে শক্তি অর্জন। তাঁর ভাষায়: "The life of the Ego is a kind of tension caused by the Ego invading the environment and the environment invading the Ego."

এই খুদী দর্শনই যে ইকবাল-সাহিত্যের শক্তি, সুষমা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

www.islaminonesite.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইকবাল-সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ

ব্যষ্টিকে নিয়ে সমষ্টি ; ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ। একটি ছাড়া অপরটি সম্ভব নয়। ব্যক্তির প্রভাব পড়ে সমাজের উপর, আবার সমাজের প্রভাব পড়ে ব্যক্তির উপর··কেউ কাউকে অস্বীকার করতে পারে না। কেননা তা করলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সেরূপ অবস্থা ব্যক্তি বা সমাজ কারুর পক্ষেই মঙ্গলজনক হয় না। ব্যক্তি ও সমাজ যখন একে অন্যের পরিপূরক, তখন উভয়ের স্বার্থ ও কল্যাণও যে অবিচ্ছেদ্য সে-কথা সত্য। যখন সমাজকল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যক্তি নিজ স্বার্থ দেখে, তখন সমাজ যায় অধঃপাতে। আর যখন ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা দাবিয়ে সমাজ অর্থাৎ স্বার্থান্বেষী শ্রেণী বড় হয়ে উঠতে চায়, তখন সমাজ সেই শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে ; ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্ফুরণ ব্যাহত হয়, এবং তখন ব্যক্তি-জীবনে আসে অশান্তি আর তার শেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সমাজের উপর। এভাবে সমাজে ভাঙন ধরে এবং এভাবেই পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ব্যক্তি ও সমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশ, পতন ও অভ্যুদয় চলতে থাকে কালে কালে।

ইকবাল বলেন : সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তি শক্তিহীন এবং অসম্পূর্ণ। গণ-কল্যাণের আদর্শে যদি ব্যক্তি-জীবন উদ্বুদ্ধ না হয়, তাহলে ব্যক্তি-জীবন থাকে অসম্পূর্ণ। ইকবাল বলেন :

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

'সমাজের সংগে সম্পর্ক থাকার জন্য ব্যক্তি বেঁচে আছে ; কিন্তু একা একা সে কিছু নয়। সমুদ্রে ঢেউ-এর একটি স্থান আছে ; কিন্তু বাইরে ঢেউ-এর কোন অস্তিত্ব নাই।'

ইকবাল বলেন : 'ব্যক্তি যখন সমাজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর আদর্শ ও কল্যাণ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করে,

www.islaminonesite.com

Contents

নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, তখনই তার অসম্পূর্ণতা ঘোচে; ইসলামের উন্মুক্ত, উদার, অনন্ত জীবনের সে আস্বাদ পায়। ইকবালের ভাষায়: "The individual who loses himself in the community enters into the life of Islam which is infinite and everlasting."

ইকবাল এই প্রসংগে 'রোমুযে বেখুদী'তে বলেছেন:

فرد می گیرد زملت احترام
ملت از افراد می یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود
قطرۂ وسعت طلب قلزم شود

'ব্যক্তি সমাজ থেকে লাভ করে গুরুত্ব আর সমাজ ব্যক্তি থেকে পায় সংগঠন। যখন ব্যক্তি সমাজের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, তখন বিকাশোন্মুখ বিন্দু যেন সাগরের মতো বিশাল হয়ে উঠে।'

ব্যক্তি ও সমাজের এই পারস্পরিক সম্বন্ধ বাধাপ্রাপ্ত হয় যদি একে অপরকে পাশ কাটিয়ে বা ডিঙিয়ে প্রাধান্য পেতে চায়। যে সমাজ মানুষের সুষ্ঠু ও স্বাধীন ব্যক্তির বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সে সমাজ মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, যা কিছু সুন্দর ও মহান তার উপর আস্থা হারিয়ে সেই সমাজ বিশেষ এক ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা বেষ্টিত এলাকা বা দেশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তার বাইরে অন্য মানুষ ও সমাজের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এভাবেই ক্ষীণায়ু সমাজ অপরের উপর অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে নিজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তার প্রকট করে তোলে; দেশে দেশে কত বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ঘটিয়ে শেষে নিজ মারণাস্ত্রে নিজেই হয় ক্ষতবিক্ষত। অর্থাৎ স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থ ও লোভ-লালসার বহ্নিতে এই সমাজকে শেষ পর্যন্ত আহুতি দিতে হয়। নাৎসী ও ফ্যাসীবাদের শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিণাম আমরা চোখের সামনে দেখেছি। Race hatred বা ভিন্ন জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করলে সমাজের Spiritual basis বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন বস্তুবাদের বীভৎস উলঙ্গ প্রকাশ সেই সমাজের

www.islaminonesite.com

Contents

মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য বাধায়। আধুনিক নাস্তিক্যধর্মী সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ইকবাল বলেন: Modern atheistic socialism which possesses all the fervour of a new religion has a broader outlook ; but having received its philosophical basis from the Hegelians of the left wing it rises in revolt against the very source which could have given it strength and purpose."[১] অর্থাৎ যে আধ্যাত্মিকতা শক্তি ও সামর্থ যোগায় এবং মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায় সেই আধ্যাত্মিকতাকেই সমাজবাদীরা অস্বীকার করেছে।

জাতিতে জাতিতে বৈষম্য, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে এক মহান মানবতাবোধ ও মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে এসেছিল ইসলাম; রাজা, মহাজন, জমিদার ও পুরোহিতের সম্মিলিত কুশাসনে জর্জরিত পৃথিবীকে ইসলাম দিয়েছিল মুক্তি; ভয়, ত্রাসে ভীত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষকে দিয়েছিল অভয়বাণী এবং তাকে শিক্ষা দিয়েছিল এক অনাস্বাদিত-পূর্ব স্বাধীন ও উন্নত, আনন্দময় জীবনের।

ইসলাম মানুষের জীবন ও সমাজে যে বিরাট ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল ইকবালের মতে তার মূলে ছিল তওহীদের বাণী। এই তওহীদ মানুষকে শিখিয়েছিল আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য, বিশেষ কোন সিংহাসনের প্রতি নয়। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের ভাষণ, হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের পর প্রথম ভাষণ বিশ্ববাসীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, মানুষ সেই পরম প্রভুর দাস এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দেশের খলীফা বা রাজা দেশের মানুষদের সমাজ জীবনে অভিভাবক মাত্র—তারা তার অতিরিক্ত কোন কিছু দাবি করতে পারেন না আর দশজনের দাবি ছাড়িয়ে। এটাই হল ইসলামের সমাজের নীতি। এ নীতির ব্যতিক্রম হলে তা ইসলামী সমাজ বলে অভিহিত হতে পারে না। ইকবাল বলেন, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা মানে মানুষের মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও মহান, তাকে অস্বীকার করা। ইকবালের কথায়: "Since God is the ultimate spiritual basis of all life, loyalty to God virtually amounts to man's

১. Iqubal ; Reconstruction of Religious Thought in Islam

www.islaminonesite.com

Contents

loyalty to his own ideal nature." 'যেহেতু আল্লাহ্‌ই চূড়ান্তভাবে সকল জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিস্বরূপ, যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য মানুষের নিজ আদর্শের প্রতি আনুগত্যের শামিল।'

মানব-জীবন ও সমাজকে উন্নত করার ক্ষেত্রে ইতিহাসের দান নগণ্য নয়। ইকবালের মতে বস্তুত: ইতিহাসের গুরুত্ব জীবন ও সমাজে অস্বীকার করা যায় না। অতীতের উপর ভিত্তি করে বর্তমান গড়ে উঠে; আর বর্তমানের ভিত্তির উপর গড়ে উঠে ভবিষ্যৎ। জনৈক খ্যাতনামা লেখক বলেছেন: "মানুষের পরিচয় তার ইতিহাসে; ইতিহাস মানুষের শুধু অতীত কাহিনী নয়—বর্তমানের পটভূমি, ভবিষ্যতেরও ভিত্তিভূমি। সেই ইতিহাসের মধ্য দিয়েই মানুষের সংস্কৃতির অতীত রূপের সাক্ষাৎ মিলে; দেখা যায় তার পতন-অভ্যুদয়ের ছন্দ; পাওয়া যায় তার জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান। ইতিহাস তাই মানুষের সত্যিকারের জীবন-দর্শন।" অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন: "মূলত: মানুষের সংঘাত চলছে প্রকৃতির সংগে—ইতিহাস তারই কথা।" ইকবালও ঠিক এই কথাই বলেন: "প্রকৃতির সংগে সংগ্রামের ভিতর দিয়েই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এই সংগ্রামে কৃতকার্যতাই তাকে এই সাফল্য এনে দেয়। ইকবাল বলেন:

چیست تاریخ اے ز خود بیگانہ
داستان قصۂ افسانہ
ایں ترا از خویشتن آگہ کند
آشنا ء کار و مرد رہ کند

'হে আত্মবিস্মৃত। ইতিহাস কি?—এ কি গল্প, কাহিনী, না রূপকথা? এ সেই—যা তোমায় সচেতন করে, কাজে তোমায় পটু করে এবং অনুসন্ধানে তোমায় করে দক্ষ।' অন্যত্র ইকবাল বলেন:

سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں
دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں

'গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আমি সামনে রাখি,
গতকালের আয়নায় আগামী কালকে দেখি।'

www.islaminonesite.com

Contents

ইকবাল তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন: "No people can afford to forget their past entirely; for it is their past which has made their personal identity."[১] "কোন জাতিই তার অতীতকে একেবারে বর্জন করতে পারে না, কারণ তার অস্তিত্বই গঠিত হয়েছে তার অতীত দ্বারা।"

ইকবাল জাতীয় উত্থান ও উন্নতির মূলে অতীতের দানকে স্বীকার করেছেন; কিন্তু তাই বলে অহেতুক অতীতপ্রীতিকে তিনি সমর্থন করেন নি। কারণ তাঁর মতে: "False reverence for history and its artificial resurrection." ইতিহাসের প্রতি অকারণ সম্মান প্রদর্শন এবং কৃত্রিম উপায়ে ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব করে এবং মানুষের আত্মার উন্নতির পথ করে অবরুদ্ধ।

অনেকেই ইকবালের ইসলাম-প্রীতির মধ্যে—ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুরাগের মধ্যে একটু উগ্র জাতীয় ও ধর্মীয় মনোভাবের গন্ধ আবিষ্কার করতে চান। এদের উদ্দেশ্যে ইকবাল বলেন: "The object of my Persian poems is not to plead for Islam. Really I am keenly interested in the search for a better social order; and in this search it is simply impossible to ignore an actually existing social system, the main object of which is to abolish all distinctions of race, caste and colour." 'আমার ফারসী কবিতাগুলোর উদ্দেশ্য ইসলামের পক্ষে ওকালতি করা নয়। বস্তুতঃ আমি একটি উন্নত শ্রেণীর সমাজ ব্যবস্থার অনুসন্ধানে তৎপর। এমতাবস্থায় যে সমাজ ব্যবস্থা জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ব্যবধান ঘুচাতে চায়, তাকে কিরূপে অস্বীকার করি?'

এখন কথা হলো এই যে, সমাজকে যদি উন্নত ও সহজ করতে চাই, তাহলে সমাজকে গড়ে তোলার ভার যাদের উপর, তাদের সবার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সমাজের সুষ্ঠু শক্তিশালী সংগঠন তখনই সম্ভব, যখন সমাজের প্রতিটি সদস্য প্রকৃত মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে

১. Iqbal: Reconstruction of Rel. Thought in Islam

www.islaminonesite.com

Contents

সফল হবে। অনেকে মনে করেন কেবল সমিতি ও সংঘের সংখ্যা বাড়ালেই সমাজ উন্নত হবে, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ইকবালের ভাষায়: "The ultimate fate of a people does not depend so much on organization as on the worth and power of individual men. In an over-organized society an individual is altogether crushed out of existence." ১ 'কোন জাতির ভাগ্য সংগঠনের উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা করে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলীর উপর। অতিমাত্রায় সংগঠিত সমাজে ব্যক্তিকে একেবারে পিষে নেরে ফেলা হয়।'

মুক্ত মানুষের সহজ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ যে সমাজে সম্ভব নয়, সে সমাজে মানুষের শক্তির অপচয় ঘটে। নিকলসন যাকে বলেছেন: 'Islamic kingdom of God upon earth' তাই ছিল ইকবালের লক্ষ্য এবং তাঁর মতে, আদর্শ সমাজ তখনই সম্ভব হবে যখন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তার আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে সচেষ্ট হবে। এইরূপ সমাজ ব্যবস্থাই মানুষকে সত্যিকার কল্যাণ ও মুক্তি দিতে পারে, তার মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হতে পারে—ইসলামের ইতিহাস বিশেষ করে নবী (স:) ও খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস পাঠে সে-কথার সত্যতা ও তাৎপর্য আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি।

আজকাল কিছু মুসলমান মুসলিম জাহানের অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে মস্কোপন্থী বা চীনপন্থী হয়ে পড়েছেন বা হওয়ার জন্য সুপারিশ করছেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে খ্যাতনামা অধ্যাপক আলেগান্দ্রো বওগানী যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে ইকবালের বক্তব্য হয়েছে প্রতিধ্বনিত। যেমন: "With remarkable balance he (Iqbal) recognizes the possitive function of communism, namely that of destroying an old and hypocritical world while contemporarily criticising its importance—to shape really new world, as the Prophets had succeeded in doing, because it is devoid of a superior spirituality.

১. Iqbal : Reconstruction of Rel. Thought in Islam.

www.islaminonesite.com

Contents

He sees in the democratic theocracy of Islam (God and God alone, Lord of everything; everybody equal in so far as all are slaves of God; nobody possessing anything because everything belongs to God) the only solution for the problems of the world."[১] অর্থাৎ 'কম্যুনিস্টরা একটি প্রাচীন, জরাজীর্ণ, ঘুনে ধরা, ছলনা ও প্রতারণায় ভরা পৃথিবীকে ধ্বংস করছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিবর্তে তেমন একটি সত্যিকার নতুন জগত সৃষ্টি করতে পারেনি, যা নবীরা পেরেছিলেন। এরা পারে নি এজন্য যে, তাদের মধ্যে উন্নতমানের আধ্যাত্মিকতা নেই।' ইকবাল তাই গণতান্ত্রিক ইসলামী থিওক্র্যাসীতে (যাতে মহান আল্লাহ্‌কে সবকিছুর একমাত্র মালিক ও সার্বভৌম প্রভু বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সবাই আল্লাহ্‌র দাস বা বান্দা বলে সকলকে ছোট-বড়-নির্বিশেষে সমান মর্যাদা দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌ বিশ্বের প্রভু বলে কাউকে কোন কিছুর মালিক বলে স্বীকার করে নি) বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান দেখতে পেয়েছেন।'

www.islaminonesite.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইকবালের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

আজ হতে প্রায় চৌদ্দশ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে গণতন্ত্র আরবের বুকে গড়ে তুলেছিলেন, যে গণতন্ত্র সকল আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করে বাদশা-ফকীরে এক শামিল করেছিল, মানুষকে সকল প্রকার নিপীড়ন ও বন্ধন থেকে দিয়েছিল আযাদী, সামন্ত, জমিদার প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণীর যুলুম ও বে-ইনসাফী থেকে মানুষকে দিয়েছিল মুক্তি, সেই গণতন্ত্রই ইকবালের দৃষ্টিতে আদর্শ গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে অবলম্বন করে সেদিন যে ইসলামী রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল আরবের বুকে, তার দুর্বার জীবনীশক্তির সামনে বিশ্বের বড়ো বড়ো রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল ধূলিসাৎ; ঢেউ-এর মুখে তৃণখণ্ডের মতো রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র তলিয়ে গিয়েছিল এবং রচিত হয়েছিল ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। এর মূলে কি ছিল? ছিল মানুষের মর্যাদা-বোধ। প্রজা রাজার কাছে, ভৃত্য প্রভুর কাছে মানুষের মর্যাদা পেতো না, কোন অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা। দুনিয়ার ইসলামই সর্বপ্রথম দাসকে সেনাপতির সম্মান দিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব নিয়ে এলো। শতধাবিভক্ত দুনিয়াতে প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে সব মানুষকে বেঁধে এক বিস্ময়কর সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করলো। তদানীন্তন বিশ্বে ধর্মের কারণে মানুষকে উৎপীড়ন করা ছিল state policy বা রাষ্ট্রনীতি। সেই দুনিয়ায় ইসলাম বুদ্ধির স্বাধীনতা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি অসীম সহনশীলতা শিক্ষা দিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন (Gibbon) ইসলামের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বলেছেন: "One of the most memorial revolutions which have impressed a new and lasting character on the nations of the globe." ইসলামের এই বিস্ময়কর অভ্যুত্থানের সামনে বাইযানটাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যগুলো যেন তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়লো। ইসলাম সর্বত্র জনগণের কাছে পেল অকুণ্ঠ সমর্থন।

www.islaminonesite.com

বস্তুতঃ ইসলামের অভ্যুদয়ের ইতিহাস ছিল জনগণের সমন্বয়ের ইতিহাস। সাধারণ মানুষের সুপ্ত প্রতিভা সুযোগ পেলে কিরূপ বিকাশ লাভ করতে পারে, ইসলামের ইতিহাস তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইকবালের মতে, ইসলামের ইতিহাস জার্মান দার্শনিক নীট্শের (Nietzsche) প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসে দিয়েছে প্রচণ্ড নাড়া। নীট্শে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অবদানকে [illegible] দেখেছেন। তাঁর মতে, সকল শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির মূলে আছে 'aristocracy of superman' (অতিমানবের আভিজাত্য)। ইসলামের ইতিহাস এই মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে নিঃসন্দেহে। ইকবাল বলেন, মানুষ জন্মগত কোন দোষ বা দুর্বলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না — [illegible] কারো একচেটিয়া নয়। বড়ো হওয়ার পথে কোন বাধা নেই; সাহস, অধ্যবসায় ও সুযোগ একত্রিত হলে সব মানুষই [illegible] হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যোগ্যতা অর্জন এখনও সম্ভব কি? অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু সেই সম্ভব অধুনা অসম্ভব হয়ে উঠেছে সমাজের নিয়ন্ত্রণের ফলে। মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তাদের অপরিমিত রাষ্ট্রশক্তি বা ধনৈশ্বর্যের বলে জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার হরণ করে, তাদের বড়ো হওয়ার পথে নানা বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এভাবেই কৃত্রিম উপায়ে তারা নিজেরা বসেছে সমাজের প্রভু হয়ে। সুতরাং নীট্শের Aristocracy of superman থিওরী ইসলামের নীতি অনুসারে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। নীট্শের এই মতবাদকে ইকবাল আক্রমণ করেছিলেন তাঁর এক বক্তৃতায়। যথা: "The democracy of Islam did not grow out of the extension of economic opportunity; it is a spiritual principle based on the assumption that every human being is a centre of latent power, the possibilities of which can be developed by cultivating a certain type of character. Out of the plebian material Islam has formed men of the noblest type of life and power. Is not then the Democracy of Islam an experimental refutation

www.islaminonesite.com

Contents

of the ideas of Neitzsche?" 'ইসলামের গণতন্ত্র অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার তাগিদে সৃষ্টি হয় নি। মূলতঃ এই গণতন্ত্র একটি আধ্যাত্মিক নীতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই গণতন্ত্রের নীতি এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু শক্তির আধার এবং সাধনার বলে এই শক্তির উন্মেষ ও বৃদ্ধি সম্ভব। তুচ্ছ উপকরণ দিয়েই ইসলাম উন্নত স্তরের মানুষ গড়ে তুলেছে। সুতরাং ইসলামের গণতন্ত্র কি নীট্শের মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করে নি?'

ইসলামের এই গণতন্ত্রের পাশাপাশি বস্তুবাদী সমাজের লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ জর্জরিত আধুনিক চেহারা যদি প্রত্যক্ষ করি তাহলে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই যে সমাজে মানুষের মর্যাদাবোধ নেই। নিগৃহীত নিপীড়িত মানবতার হাহাকারে পৃথিবীর আকাশ বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে। মুক্তি ও শান্তির পথ আজ খুঁজে মরছে সবাই, কিন্তু সুপথ পাচ্ছে না কেউ। দেশে দেশে জ্বলে উঠছে যুদ্ধের দাবানল। এক যুদ্ধ নিয়ে আসে আর এক যুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী বণিকদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের মুনাফা লিপ্সা দেশে দেশে বাধায় সংঘর্ষ, জাগায় বিক্ষোভ, অগণিত মানুষের ভাগ্যে আনে অশেষ দুঃখ-যাতনা ও পরাধীনতার অভিশাপ। শুধু কি তাই? এই দুষ্ট-চক্রে মানুষের সমাজ কেবলই ঘুরপাক খেয়ে চলছে। এই যে দেশে দেশে সংঘাত, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, যে শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থা এসবের প্রশ্রয় দেয়, তা যে মানুষের মর্যাদাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য।

জাতিধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষের ঐক্যে কেবল ইসলামই বিশ্বাস করে। কোন কোন ধর্ম এ কথা স্বীকার করলেও এ নীতির সুষ্ঠু প্রতিফলন আর কোন ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় না। ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব শুধু গালভরা বুলি নয়। জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। ইসলামের পূত-পবিত্র, সুশীতল ছায়া তলে ইহুদী, খ্রীষ্টান, সেবিয়ান সকল জাতিই ঠাঁই পেয়েছিল। অতীতে ইহুদীরা সুযোগ পেলেই ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধিতা ও শত্রুতা করতে ছাড়ে নি। কতো সন্ধি-শর্ত তারা উপেক্ষা করেছে ও ইসলামকে বিপন্ন করেছে তার ইয়ত্তা নাই।

www.islaminonesite.com

Contents

কিন্তু তবুও ইহুদীদের সংগে মুসলমানদের ব্যবহার কোন সময়ই ইহুদীরা খ্রীষ্টানদের অনুরূপ দুর্ব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে নাই। উইলিয়াম মুইর তাঁর দি লাইফ অব মুহাম্মদে' তা স্বীকার করেছেন;

খ্রীষ্টানদের সংগে মুসলমানগণ একই ব্যবহার করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কারস-এর খ্রীষ্টান বিশপের নিকট মারভ-এর খ্রীষ্টান পাদ্রী লিখিত পত্রখানি এইরূপ:

"আরবের মুসলমানগণ, যাঁরা আমাদের রাজ্যের অধিকারী হয়েছে, আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না, তারা আমাদের তাপস ও ধর্মযাজকদের সম্মান করে এবং আমাদের গীর্জা ও ভজনালয়ের সাহায্যার্থে অর্থদান করে।"

এইরূপ উদারতা ও মহানুভবতা খ্রীষ্টান রাজা বা সরকার কখনো দেখাতে পারেনি, বরং সুযোগ পেলেই মুসলমানদের সংগে দুর্ব্যবহার করেছে, মুসলমানদের রক্তে তারা হাত রঞ্জিত করেছে। ইংলন্ডের রাজা রিচার্ডের জেরুজালেম বিজয়ের সময় ও স্পেনে খ্রীষ্টান বিজয়ের সময় (ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার হাতে) মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল। খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণই তা স্বীকার করেছেন।

লীগ অব নেশন্স-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা আমরা জানি। ইকবালের ভাষায়:

من پیش از ایں نہ شنیدہ ام کہ کفن دزدے
چند بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند

'পূর্বে কখনো শুনি নি যে, কয়েকজন কাফন চোর কবর ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি সমিতি খুলেছে।'

একমাত্র ইসলামই মানুষকে ভৌগোলিক সীমারেখা ও জাতিগত বিদ্বেষের চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে বিশ্ব-মানবতার পরিত্রাণ ও কল্যাণের কথা ভাবতে শিখিয়েছে। তাই মুসলমানের কাছে বিশ্ব-কল্যাণ ব্যাহতকারী কোন কল্যাণই প্রাধান্য পায় নি। ইতিহাসে এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। অধুনা বহু তথাকথিত সভ্য দেশ ও জাতি নিজেদের দেশের মিথ্যা গৌরবের জন্য অন্যান্য দেশের দুঃখ-দৈন্যের ও নির্যাতনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু ইসলাম কারো স্বার্থের জন্য পর-পীড়নের প্রশ্রয় দেয় না। এমনকি কুরআনে আল্লাহ্

www.islaminonesite.com

Contents

মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন : যে-সব কাফির তোমাদের সংগে শত্রুতা করে না, তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করে না ও তোমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না অথবা তোমাদের সংগে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকে, কিংবা শত্রুতার পর মিত্রতা করে, তাদের উপর তোমরা অত্যাচার করো না, কারণ আল্লাহ্ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না।

আল্লাহ্ বলেছেন : "বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছু আল্লাহ্র জন্য।" অথচ মানুষেরা অনেকেই, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা আল্লাহ্-নির্ভর না হয়ে আজ সব কিছু নিজের কৃতিত্ব ও অর্জিত সম্পদ বলে দাবি করছে। ফলে, তাদের ভিতর আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাচ্ছে এবং জড়বাদের শিকড় ইউরোপে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে শক্ত হয়ে বসেছে। এ ব্যাধি অবশ্যি অধুনা প্রাচ্যের মানুষদেরও আক্রমণ করেছে। আমরাও আজকাল ইসলামের আদর্শ থেকে আগের তুলনায় অনেক দূরে সরে এসেছি। আধুনিক মানুষের এই অধঃপতনের কথা ইকবাল বলেছেন এইভাবে : "He finds himself unable to control his ruthless egoism and his infinite gold-hunger which is gradually killing all higher striving in him and bringing him nothing but life-weariness."[১] এর পরেই ইকবাল বলেছেন : "The condition of things in the East is no better." এই জড়বাদী সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে প্রতীচ্যে। কিন্তু এই জড়বাদী সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তা ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ইকবাল বলেন :

اب ترا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور
کھا گئی روح فرنگی کو ہوا کے زر و سیم

'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ফকীর সত্বর তার দিন ফিরে পাবে,
কিন্তু স্বর্ণরৌপ্যের লালসা প্রতীচ্যের আত্মাকে নষ্ট করে ফেলেছে।'

এই ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সভ্যতার দিন যে ঘনিয়ে এসেছে, ইকবাল তা বুঝেছিলেন এবং তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন :

১. Recons. of Rel. Thought in Islam, পৃ: ১৮৭—১৮৮

www.islaminonesite.com

Contents

خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح
دیکھئے گرتا ہے جا کر کسکی جھولی میں فرنگ

'পাকা ফলের মতো প্রতীচ্য কখন যে ভূপতিত হবে তার ঠিক নেই ; দেখা যাক, এবার কার ঝুলিতে গিয়ে পড়ে।'

এইরূপ জড়বাদভিত্তিক ও আল্লাহ্-বিরোধী সভ্যতা থেকে মানুষকে আত্মরক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন ইকবাল। তিনি বলেছেন :

جب جدا ہوتی ہے دیں سیاست سے
تو باقی رہ جاتی ہے چنگیزی

'রাজনীতি থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হলে বাকী থাকে শুধু চেংগিযী।'

ইকবাল বলেন : "Religion is a power of utmost importance for individuals as well as nations." ব্যক্তি ও জাতির জীবনে ধর্ম একটা বিশেষ শক্তি। যারা সত্যিকার ধার্মিক এবং ধর্মকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছে তারা নিজেদের জীবনে এ কথা প্রমাণ করতে পেরেছে যে, ধর্ম সেই বিশাল শক্তি, যার প্রভাবে ব্যক্তি ও জাতি অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। ইতিহাসেও রয়েছে এর ভূরি ভূরি নযীর।

বর্তমানে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যে গণতন্ত্র চালু রয়েছে, তাতে নাগরিকদের শিক্ষা-দীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে কেবল তাদের সংখ্যাধিক্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে দেশের সত্যিকার কল্যাণ সাধিত হয় না। ইকবাল বলেন :

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں
بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے

'গণতন্ত্র এমন একটি শাসন ব্যবস্থা, যা শুধু মানুষকে গণনা করে, ওজন করে না।'

বস্তুতঃ যে গণতন্ত্র মানুষকে শুধু গণনা করে, ওজন করে না, সে ধরনের গণতন্ত্রে ইকবাল বিশ্বাসী ছিলেন না। এ ধরনের গণতন্ত্রকে লক্ষ্য করে তাই তিনি বলেছেন :

از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید

www.islaminonesite.com

Contents

'একজন মানুষের মাথায় যে বুদ্ধি থাকে, তা দুশো গাধার মাথায় নেই।'

বাস্তবিক পক্ষে এই মাথাগুণতি গণতন্ত্র ইসলামী গণতন্ত্র থেকে অনেক পিছনে পড়ে আছে। এই তথাকথিত গণতন্ত্রে সাম্যের বুলি আওড়ানো হয়, আবার সাদা-কালোর বর্ণবাদী মানসিকতায় মানুষের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরও গড়ে তোলা হয়। এই মাথাগুণতি গণতন্ত্রে কায়েমী স্বার্থের হাতে শক্তিহীন হয় নিষ্পেষিত। এর তুলনায় ইসলামী গণতন্ত্র কত উন্নত ও কত মহান। অবহেলিত দাস-ভৃত্যেরাও ইসলামী গণতান্ত্রিক সমাজে ও রাষ্ট্রে উচ্চাসন লাভ করতেন এবং অভিজাতদের সংগে সমান মর্যাদার দাবিদার হতেন। প্রধান সেনাপতির পদও তাঁরা অলংকৃত করতেন; মসজিদের মুয়াযযিনও হতেন এবং এমনকি সম্ভ্রান্ত সাহাবীরাও তাঁদের যথাযথ সম্মান করতেন। হযরত আনাস, হযরত যায়েদ, হযরত উসামা বিন্ যায়েদ, হযরত বেলাল, হযরত সালমান ফারসী, হযরত সুহায়েব রুমী উচ্চপদস্থ সাহাবা—যাঁরা ছিলেন প্রথমে দাস, পরে তাঁরা সম্মানিত পদের অধিকারী হয়েছিলেন। স্বয়ং হযরত (স:) যায়েদ ও আনাসের সংগে যে সদয় ব্যবহার করেছেন ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নযীর নাই। খলীফাগণও কেউ আইনের প্রয়োগে এতটুকু তারতম্য করতেন না। হযরত ওমর (রঃ)-কে মদীনার মসজিদে সাধারণ এক মুসলমান একবার কৈফিয়ত তলব করেছিল এক বিষয়ে। তিনি হাসিমুখে তার জওয়াবদিহি করেছিলেন। এমনি অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মিশরের খ্রীষ্টান শাসনকর্তা মুকাওকাস হযরত ওমরের গণ-পরিষদের সভ্য ছিলেন। এছাড়া মেসোপোটেমিয়ার পার্সী দলপতি ও সর্দারদের শাসন কার্যে অংশ গ্রহণ করার অধিকার ছিল।[১] ইসলামী গণতন্ত্রে মানুষের প্রতিভা, যোগ্যতা ও চরিত্রের বিচার করা হতো—কোন বংশ, গোত্র, আভিজাত্যের খাতির সেখানে ছিল না। কুরআনের নীতি যে গণতন্ত্রে অনুসৃত হতো। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ বলেছেন:

ان اكرمكم عند الله اتقكم

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা সেই সম্মানিত, যে সর্বাপেক্ষা পুণ্যবান।'

১. Maulana Muhammad Ali : Early Caliphate, পৃ: ১৭৮

www.islaminonesite.com

Contents

কুরআনের এই মহান নীতি ও আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে যে গণতন্ত্র মানুষের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল, সেই গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন ইকবাল। তিনি বিশ্বের বুকে পুনরায় সেই গণতন্ত্রকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

বস্তুত: তিনি চেয়েছিলেন সেই গণতন্ত্র, যে গণতন্ত্রে দীন-দুঃখীর দুঃখ-বেদনার অবসান হয়। তিনি বুঝেছিলেন আধুনিক গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের গণতন্ত্র, কৃষক-শ্রমিক ও নিঃস্বদের জন্য এ গণতন্ত্র নয়। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন :

اٹھو میری دنیا کی غریبوں کو جگا دو
کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو
جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی
اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو

উঠো, আমার দুনিয়ার গরীবদের জাগিয়ে দাও—
ধনীর প্রাসাদের দরজা-দেওয়াল নড়িয়ে দাও।
যে খেত থেকে কৃষকের জীবিকার সংস্থান হয় না,
সেই খেতের প্রতিটি খোশা জ্বালিয়ে দাও।'

ধনতন্ত্রের স্বৈরাচারে বিক্ষুব্ধ ইকবাল একবার এক কবিতায় লিখেছিলেন :

'হে খোদা, তুমি কবে ধনতন্ত্রের জাহাজকে
সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করবে।'[১]

পক্ষান্তরে লেনিনের আদর্শ তথা সমাজতন্ত্রের সাধনাকে প্রশংসা করেও ইকবাল আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, লেনিন ও তাঁর অনুসারিগণ কেবল জঠরের জ্বালা মিটাতে নিজেদেরকে শেষ করে দিল।[২] অথচ তারা যদি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের জন্য পরিশ্রম ও সাধনা করতো, তাহলে অনেক মহত্তর অবদান পৃথিবীকে দিতে পারতো। এজন্য ইকবাল ইসলামের মতো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানকে অন্যান্য জীবনবিধানের উপর স্থান না দিয়ে পারেন নি। মুসলমান হিসাবে শুধু নয়, মানুষ হিসাবেও তিনি প্রতিটি বিধি-বিধানের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইসলামী গণতন্ত্রের চেয়ে অন্য কোন ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতর না পেয়ে ইসলামকেই তিনি আদর্শ জীবন-ব্যবস্থারূপে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন।

১. In Memoriam—H. Iqbal Academy, Karachi, 1968, P. 21.
২. Ibid, P. 20-21.

www.islaminonesite.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইকবালের দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবোধ জাতির জাগরণ ও উত্থানের জন্য যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ আবার জাতিকে অধঃপতন ও বিনাশের পথে চালিত করে। যে জাতীয়তাবোধ একান্তভাবে ভৌগোলিক সীমানা অথবা কোন বিশেষ জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সে জাতীয়তা মানবতা-বিরোধী না হয়ে পারে না। পক্ষান্তরে যে জাতীয়তাবোধ জাতির কল্যাণ, শুভ কামনা ও সদিচ্ছায় নিয়োজিত থেকেও বিশ্ব-মানবের কল্যাণ ব্যাহত করে না, বরং তাকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করার প্রয়াসে রত হয়, নিঃসন্দেহে সেই জাতীয়তাই মানুষের কাম্য।

ইকবালের মতে, দেশপ্রেম ও জাতীয়তা নিঃসন্দেহে যে-কোন জাতির জন্য আদরণীয়। জাতি হিসাবে রক্ষা পেতে হলে এই সব চেতনার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। তবে, জাতীয় কৃষ্টি-কালচার, তাহ্‌যিব-তমদ্দুন, ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর দেশপ্রেম ও জাতীয়তাকে প্রাধান্য দিলে তখন তা হয় জাতির প্রকৃত কল্যাণের পরিপন্থী এবং মানবতার পক্ষেও হয় ক্ষতিকর। যে জাতি সব কিছু ভুলে শুধু দেশের মাটিকে পূজা করে, মানবিক আদর্শ ও ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেয় না, সে জাতি নিজেও শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে না, এবং তার অসৎ, অকল্যাণকর আদর্শের প্রভাবে অন্য অনেক জাতির শান্তি ও কল্যাণ ব্যাহত হয়। ইকবালের ভাষায়: "I am opposed to nationalism as it is understood in Europe not because, if it is allowed to develop in India, it is likely to bring less material gain to Muslims. I am opposed to it because I see in it the germs of atheistic materialism which I look upon as the greatest danger to modern humanity. Patriotism is a perfectly natural virtue and has

www.islaminonesite.com

Contents

a place in the moral life of man. Yet that which really matters is a man's faith, his culture, his historical traditions. These are the things, which in my eyes, are worth living for and dying for, and not the piece of earth with which the spirit of man happens to be temporarily associated."[১]

যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অধুনা পাশ্চাত্যের দেশে দেশে লালিত ও বর্ধিত হচ্ছে, সেই জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ মানবতাবিরোধী ভূমিকা ও পরিণতির দিকে ইকবাল প্রাচ্যের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ থেকে আলাদা এবং মহত্তর, কেননা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে ইসলামী জাতীয়তাবাদের শিক্ষা গ্রহণের তেমন কিছুই নাই। তাই ইকবাল বলেন:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی [২]

'তোমার জাতিকে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের
আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করো না,
হাশেমী বংশের রসূলের জাতি মত ও পথের দিক
থেকে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।'

অপর একটি কবিতায় ইকবাল আরো বলেন:

بندۂ حق بے نیاز از ہر مقام
نے غلام اورا نہ او کس را غلام [৩]

'আল্লাহ্‌র বান্দা সব শ্রেণী-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে,
সে নিজেও কারও প্রভু নয়, অন্যেরও সে দাস নয়।'

১. ১৯৩২ সালে মুসলিম লীগ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।
২. বাংগে দারা
৩. জাভিদনামা

www.islaminonesite.com

Contents

মানুষে মানুষে দেশে দেশে পরমত-সহিষ্ণুতার অভাব, অর্থনৈতিক স্বার্থের হানাহানি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কার প্রভৃতি নানা কারণে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠেছে কালে কালে। কতো বৈঠক, কতো সম্মেলন, কতো চুক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। এমনকি একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও যে নিছক ভ্রান্ত ধর্মবোধের কারণে বিক্ষোভ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠেছে, তারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের কালেই নাৎসী ও ফ্যাসীবাদের যে বীভৎস রূপ আমরা দেখেছি এবং সেই মতবাদের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদের তাণ্ডব লীলা আমরা ইউরোপে প্রত্যক্ষ করেছি, তা বিশ্বের কল্যাণকামী কবি, শিল্পী ও অন্যান্য মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর শান্তি ও প্রেমের ললিত বাণী পরিহার করে বলতে হয়েছিল :

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

কবি ইকবালকেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করতে হয়েছিল এই বলে :

دیار مغرب کے رہنے والو
خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔

'হে প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ, খোদার রাজ্য
তোমাদের দোকানদারী নয়।'

এই জঘন্য অমানুষিক জাতীয়তার বিষময় পরিণতি থেকে একমাত্র ইসলামই দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। ইসলাম একটি আদর্শ সংজ্ঞা ও অনুভূতি, যার ভিতর কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র কোন স্থান নেই। বিভিন্ন নদ-নদীর চূড়ান্ত মিলনক্ষেত্র যেমন সমুদ্র, তেমনি বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র ইসলাম। ইসলাম কবুল করেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাদা, কালো, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষ একান্ত আপন-জনে পরিণত হয়। রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষা ইসলামে দীক্ষিত মানুষ নিকটতর ও নিবিড়তর এক বন্ধনে বাঁধা পড়ে। ঐতিহাসিক ফিলিপ হিট্টির কথায় : "This was the first attempt in the history of Arabia at a social organization with religion rather

www.islaminonesite.com

Contents

than blood as its basis."[১] অর্থাৎ 'মহানবীর জীবদ্দশায় ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজ-ব্যবস্থা আরবে কায়েম হয়েছিল, তা ছিল আরবের ইতিহাসে প্রচলিত রক্ত-বর্ণ ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তে প্রথম ধর্মভিত্তিক সমাজ।' তাই আমরা দেখতে পাই, হাবশী বেলাল, সালমান ফারসী, সুহায়েব রুমী প্রমুখ অনারব মুসলমান আরবীয় মুসলমানদের সমান মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছেন। এই আদর্শের প্রভাবে এবং মক্কার মুহাজিরীন ও মদীনার আনসারদের মধ্যে সম্প্রীতি-সদ্ভাবও গড়ে উঠেছিল এই ইসলামী আদর্শের কারণেই।

এই উদার আদর্শের অভাবেই অধুনা পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনে এসেছে বিপর্যয় ও অশান্তি। এমনকি সাহিত্য-সংস্কৃতিও সেই বিপর্যয়ের কবল থেকে রেহাই পায়নি। ইকবাল বলেন: "The growth of territorial nationalism, with its emphasis on what is called national characteristics, has tended rather to kill the broad human element in the art and literature of Europe. It was quite otherwise with Islam. Here the idea was neither a concept of philosophy nor a dream of poetry. As a social movement the aim of Islam was to make the idea a living factor in the Muslim's daily life, and thus silently and imperceptibly to carry it towards fuller fruition."[২]

"ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিষময় ফল হলো তার সংকীর্ণ জাতীয়তা, যা ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যে মানবতার মহান অনুভূতিকে পর্যন্ত খর্ব করেছে। কিন্তু ইসলাম এ শিক্ষা মানুষকে দেয়নি। মুসলমানদের মানবতা-বোধ শুধু দর্শনতত্ত্বও নয়, বা নিছক কল্পনা-বিলাসও নয়; বরং মুসলমানের সামাজিক জীবনে এই মহান মানবতাবোধকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করে তোলার প্রেরণা দিয়েছে ইসলাম, যার ফলে এই অনুভূতি ক্রমান্বয়ে মহত্তর রূপ লাভ করেছে।"

১. Philip Hitti : History of the Arabs.

২. Iqbal : Reconsturction of Religious Thought in Islam, P. 141.

www.islaminonesite.com

Contents

স্বীকারোক্তি হিসাবেই যেন প্রখ্যাত অধ্যাপক রবার্ট ফ্লিন্ট (Robert Flint) বলেছেন: "No Christian writer and still less, of course, any other in the Roman Empire can be credited with having had more than a general and abstract conception of human unity."[১] অর্থাৎ খ্রীষ্টান বা রোমান লেখক কেউই মানবতাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও স্পষ্ট ধারণা রাখত না।

পরিতাপের বিষয়, পরবর্তীকালে ইসলামী জাতীয়তাবাদবর্জিত, ইসলামী আদর্শ-বিরোধী বর্ণ-গোত্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলিম জাহানে বারে বারে প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবীদের অভ্যুত্থানের এবং ইউরোপীয় মিত্র শক্তিবর্গের সংগে তাদের যোগদানের মূলে ছিল আরব জাতীয়তাবাদের নতুন দীক্ষা, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করেনি। এই আরব জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত শিক্ষা মুসলিম শক্তি-সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল; তুর্কীরা শুধু যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়নি, সেই সংগে আরবদের ললাটেও পরাজয়ের অভিশাপ নেমে এসেছিল। উইলিয়াম ব্যাঙ্কস (William Banks)-এর বক্তব্য এক্ষেত্রে সত্যি প্রণিধানযোগ্য: "In the brotherhood of those submitting to the will of God there is no room for national fanaticism such as marred the development of the Arab movement."[২]

আরবী, ইরানী, তুরানী, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী প্রভৃতি ভৌগোলিক সত্তা ও বিবিধ পরিচয় নিশ্চয়ই আমাদের আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সবাই এক মহান মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ আমরা সবাই মুসলমান—এক বিশিষ্ট কৃষ্টি-কালচার ও আদর্শ-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ইকবাল বলেছেন:

بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

১. Reconstruction of Religious Thought in Islam, P. 140. (ইকবাল কর্তৃক মন্তব্য উদ্ধৃত)।

২. William Banks: Darul Islam and Pakistan (Pakistan Miscellany, 1952, P. 13).

www.islaminonesite.com

Contents

'বর্ণ ও রক্তের পুতুলগুলো ভেঙে ফেলে
নিজাতের নক্সা হারিয়ে যাও;
যাতে তুরানী, ইরানী, আফগানী বলে
কিছু না থাকে।'

অন্যত্র ইকবাল বলেছেন :

غبار آلودۂ رنگ و نسب ہے بال و پر تیرے
تو اے مرغ حرام از نے سے پہلے پرفشاں ہو جا [১]

'তোমার ডানা বর্ণ ও গোত্রের ধূলিতে সমাচ্ছন্ন,
হে পবিত্র পাখী, উর্ধ্বে উঠার আগে ঐ ডানা থেকে মুক্ত হও।'

দেশপ্রেম ও আদর্শপ্রীতির স্বরূপ সম্বন্ধে কবি অন্য এক কবিতায় বলেছেন :

ہے ترک وطن سنت محبوب الٰہی
دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی [২]

"দেশত্যাগ আল্লাহ্‌র বন্ধু নবীর সুন্নাত
নবুওতের সত্যতার উপর তুমিও সাক্ষ্য দাও।"

অর্থাৎ নবী ইসলাম ও আদর্শের জন্য দেশত্যাগ (মক্কা) করেছিলেন; কাজেই আমাদেরও সেই আদর্শের অনুসরণ করা উচিত; আদর্শকেই আমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা দেওয়া উচিত—ভূমিভিত্তিক সংকীর্ণ চেতনাকে নয়।

অন্য এক কবিতায় কবি বলেছেন :

ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی
رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی

১. বাংলা দায়।
২. বাংলা দায়।

www.islaminonesite.com

Contents

'যদি আঞ্চলিকতার কারাগারে আবদ্ধ থাকো
তবে পরিণাম তোমার ধ্বংস,
মাছের মতো সমুদ্রে থাকো, মুক্ত হও সব
আঞ্চলিকতা থেকে।'

বস্তুত: ইকবাল উদার জাতীয়তাবাদের অনুরাগী ছিলেন। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়েই তিনি মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন উদার আদর্শের দিকে। পাশ্চাত্যের জাতিগত ও ধর্মগত বিদ্বেষের ভয়াবহ কুফল ইকবাল স্বচক্ষে দেখেছেন বলেই তাঁর পক্ষে এই আহ্বান জানান সম্ভব হয়েছে।

www.islaminonesite.com

নবম পরিচ্ছেদ

ইকবাল-সাহিত্যে প্রগতি

কবি বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি এমন একজন খেয়ালী মানুষকে, যিনি মাটির পৃথিবীতে থেকেও নেই। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কোন এক অতন্দ্রলোকে তাঁর আনাগোনা, যার নাগাল আমরা সহজে পাই না—যেন অনেকটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না যার মনে দোলা দেয় না, যিনি জীবনের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াবেন অথচ কোন ঘাটেই তরী ভিড়াবেন না—কবি বলতে আমরা এমনি একজন মানুষকেই সাধারণতঃ কল্পনা করে থাকি। 'সত্য-শিব-সুন্দরের' সাধনা হবে সে কবির সাধনা, শিল্পী-মনের বর্ণ-গন্ধে তাঁর শিল্পের হবে জন্ম। বহির্জগতের প্রভাব, প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে সে শিল্প যদি সৃষ্টি হয়, কোন ক্ষতি নেই। শিল্পী-মনের অনুভূতি, আবেগ, সৌন্দর্য-পিপাসা এগুলোই হল শিল্প-সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচারের শেষ কথা। উল্লেখ্য যে, এই প্রকাশ্য দৃষ্টিভংগীতেই আমরা শিল্প-সাহিত্যের বিচার করেছি। কিন্তু কালের চাকা ঘুরে গেলো, সমাজের চেহারা দিন-দিন বদলাতে থাকলো, নতুন নতুন সমস্যার হলো উদ্ভব। শুধু তাই নয়, জীবন জটিল হতে জটিলতর হয়ে পড়লো। কঠিন বাস্তবের চাপে মানুষের অনেক রকম ধ্যান-ধারণায় এলো অনেক ধরনের পরিবর্তন। মানুষ ভাবতে শিখলো নতুন-ভাবে, সম্মুখীন হলো নতুন নতুন সমস্যার আর এসবের ছায়া এসে পড়লো তার শিল্পে-সাহিত্যে-কাব্যে। এভাবেই এগুলো কালক্রমে কবির জীবনের আলেখ্য হয়ে দাঁড়ালো। আর্টের জন্ম হলো সমাজেরই গর্ভে। এক কথায় জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের সুন্দর উক্তিটি: "Art is the product of society, as the pearl is the product of the oyster"[১] চরম সত্য হয়ে উঠলো। আর্ট ও জীবন হলো এক ও অভিন্ন। বিংশ শতাব্দীর কবি ইকবালের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো জীবনের জয়গান। তিনি বললেন:

---

১. Christopher Caudwell: Illusion and Reality, Peoples Publishing House, Bombay, 1947.

www.islaminonesite.com

Contents

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن
جو شئی کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

'হে দ্রষ্টা, দর্শন করার অভিলাষ তো খুবই ভাল, কিন্তু যে দৃষ্টিতে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য ধরা না পড়ে, সে আবার দৃষ্টি কি!'

এমনিভাবে নতুন একটি দিক খুলে গেল। কবি ধরণীর ধূলোয় নেমে এলেন। তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরোলেন না, একটি নির্দিষ্ট ঘাটে তাঁর তরী বাঁধলেন। ঘাট ছেড়ে যত দূরেই যান না কেন, তাঁর ঘাটের মায়া তিনি ছাড়তে পারেন না—ঘুরে-ঘুরে সেখানেই তাঁর আনা-গোনা। আর তা নাই বা হবে কেন? তিনি যে ভালবেসেছেন, স্নেহের বাঁধনে ধরা পড়েছেন। তাই নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে তিনি কাছের মানুষকে হারাবেন কেন? তিনি অনুভব করলেন সকল মানুষের সংগে তাঁর আত্মীয়তা—ঘরে-বাইরে আজ সবাই তাঁর আপনার জন, কেউ আজ দূর নয়। সকলের জীবনপ্রবাহে তাই কবি নিজ জীবনধারাটিকেও মিশিয়ে দিলেন। একান্ত নিজেরই জগতে আবদ্ধ হয়ে আপন মনে মানস-সুন্দরীকে নিয়ে খেলা করে আর আনন্দ পেলেন না। আর দশজনের বীণার সুরে আপন সুর মেশানোর জন্য কবি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জীবনের দাবি মানতে হবে, কবি বুঝলেন। তাই তাঁর বীণায় এতোদিন যে সুর বাজেনি, তাই উঠলো বেজে; কবির হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকার তুললো দুনিয়ার মানুষের হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা।

যাঁরা বলেন কবির কোন বিশিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকবে না, কবির ভাব-রাজ্যে কোন বাধা-নিষেধের গণ্ডী থাকবে না, তিনি যথা-ইচ্ছা বিচরণ করবেন, কোন বিশিষ্ট লক্ষ্যে বাঁধা পড়লে কবি মুক্ত বিহংগের স্বাধীনতা হারাবেন, ইকবালের মতে তাঁরা কবি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। কবির মতে, উদ্দেশ্যহীন আর্ট, আর্ট নয় এবং যাঁরা কাব্যের মারফত শুধু কল্পনার আকাশকুসুম সৃষ্টি করতে চান, নিছক আর্টের জন্য আর্টের সাধনা করে থাকেন, তাঁরা সত্যিকার কবি বা শিল্পী নন। এঁদের সম্বন্ধে ইকবালের ধারণা হলো এই যে, এঁরা জীবনকে ফাঁকি দিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন, জীবনের অগ্রগতির পথে এঁরা বাধা সৃষ্টি করেন। ফলে আমরা

www.islaminonesite.com

Contents

জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে পারি না। কবির মতে, এটা প্রতি-ক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত বিশেষ। এই কথাই কবি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন এইভাবে: "There should be no opium-eating in Art. The dogma of art for the sake of art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power." [১]

কবি বলেছিলেন যে, নিছক কাব্যের মোহে তিনি কাব্য সাধনা করেন নি, করেছেন বিশিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। তাতে কেউ যদি তাঁকে কবি আখ্যা না দিতে চান, না দিবেন, তিনি তাতে আপত্তি করবেন না।

লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন আর্ট মানুষ ও তার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, সেরূপ আর্টের মধ্যে সমাজ জীবনের প্রাণস্পন্দন ধরা পড়ে না, সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে সে আর্টের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। সমাজের সংগে আর্টের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সে আর্ট তা স্বীকার করতে চায় না; অন্তত সে আর্ট-এর অভিব্যক্তির মধ্যে সে স্বীকারোক্তি নাই। প্রগতি-শীল শিল্পী-সাহিত্যিক বিশ্বাস করে যে, শিল্প-সাহিত্যের সংগে সমাজের সম্পর্ক ঠিক গাছের সংগে ফুলের মতো। ফুল গাছের রস আহরণ করে গাছেরই সংগে সংগে বেড়ে উঠে, গাছ থেকে ভিন্ন করে ফুলকে দেখা যায় না বা কল্পনা করা যায় না। গাছের রসে সে ফুল হয়ে গাছের শ্রী ও শোভা বর্ধন করে। গাছ থেকে ফুল উপকৃত হয় এবং ফুল থেকে গাছও হয় উপকৃত। তেমনি সমাজ ও শিল্প-সাহিত্যের সম্পর্ক একটিকে আর একটি থেকে ভিন্ন করে ভাবা যায় না। আর্ট ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচ্য ভাবটি জনৈক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন: "Art is something organic and changeful a flower on the social plant developing and growing with the plant as a whole, because it sucks the same sap and performs an office that benefits the whole plant." [২]

---

১. Our Prophet's Criticism of Contemporary Arabian Poetry. (The New Ecra, 1916)

২. Christopher Caudwell : Illusion and Reality, P. 30

www.islaminonesite.com

Contents

উদ্দেশ্যহীন কবি যে প্রকৃত কবি নয়, তার লেখা যে সমাজ-বিরোধী ও জীবন-বিমুখ এবং মানুষের জন্য তা অকল্যাণকর, সে কথা কুরআনে সূরা শু'আরা-তে বলা হয়েছে :

الم تر انهم فى كل واد يهيمون

'তোমরা কি দেখতে পাওনা যে এরা—লক্ষ্যহীন কবিরা—জীবনের বিভিন্ন উপত্যকায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরে?'

কুরআনে আরও বলা হয়েছে: 'এরা বিপথগামী এবং এদের যারা অনুসরণ করে তারাও বিপথগামী।' লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন কবিকে ইসলাম স্বীকার করেনি। তার আরও কারণ হলো এই যে, এদের কথায় ও কাজে কোন সামঞ্জস্য নেই। তাই কুরআনে বলা হয়েছে:

وانهم يقولون مالا يفعلون

"তারা যা বলে, তা করে না।"

পক্ষান্তরে ইকবাল-সাহিত্য হৃদয় নিংড়ানো সুধাস্বরূপ। ইকবাল বলেন:

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر

'হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল ছবিই প্রাণহীন,
হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল গানই অর্থহীন।'

আন্তরিকতা ও সত্যপ্রীতিই প্রকৃত শিল্পের বিশিষ্ট গুণ। ইকবাল বলেন:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بتی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بتی نا خوش
میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند
مشکل ہے کہ اک بندۂ حق بیں و حق اندیش
خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند

www.islaminonesite.com

Contents

'আমি বলি যা সত্য মনে করি,
আমি ধর্মান্ধতা দ্বারাও বিভ্রান্ত হই না,
সভ্যতার চাকচিক্য দ্বারাও নয়,
বন্ধু ও অপরিচিত সবাই আমার উপর অসন্তুষ্ট ;
কেন? কারণ হলাহলকে আমি চিনি বলতে পারি না।
এটা শক্ত যে আল্লাহ্‌ভক্ত, সত্যাশ্রয়ী মানুষ
এক গাদা আবর্জনাকে বলবে কোহে তূর।'

মরমী ও সূফী কবিদের উত্তরাধিকারী কবি ইকবালের সাহিত্য যে মহান ও প্রগতিশীল, তা বলাই বাহুল্য। তাঁর সাহিত্য মানুষকে তার জীবন-পথে অশেষ প্রেরণা ও উদ্দীপনাও যোগায়।

ইকবাল বলেন :

عبث ہے شکوۂ تقدیر یزداں !
تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے !

"নিজ তক্‌দীরের বিরুদ্ধে নালিশ করে কী লাভ?
তুমি নিজের তক্‌দীর নিজে গড়ে তোল না কেন?'

ইকবাল-সাহিত্য বস্তুত: সর্বকালে সব দেশের মানুষের জন্য গতিশীল, সজীব জীবনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্য মানুষের জন্য নি:সন্দেহে আবেহায়াতের কাজ করেছে। মুসলিম জাহানের জন্য তাঁর সাহিত্য এক নব-জীবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে।

www.islaminonesite.com

দশম পরিচ্ছেদ

ইকবাল-সাহিত্যের রূপ-রেখা

ইকবাল-কাব্যের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সর্বমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা হলো তাঁর উদার মানবিকতার সুর। মানুষের দুঃখমোচন ও কল্যাণ সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর কাব্য-সাধনায় বিধৃত।

কবির কথায়:

آدمیت احترام آدمی
باخبر شو از مقام آدمی
بندۂ حق از خدا گیرد طریق
میشود بر کافر و مؤمن شفیق

'মনুষ্যত্ব হলো মানুষের মর্যাদাবোধ,
সুতরাং মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হও।
আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র পথ গ্রহণ করে,
কাফির ও মুমিন সকলের প্রতি সে অনুরাগী হয়।'

ইকবাল এক নব-বর্ষের বাণীতে বলেছিলেন: "Remember, man can be maintained on this earth only by honouring mankind, and this world will remain a battle ground of ferocious beasts of prey unless and until the educational forces of the whole world are directed to inculcating in man respect for mankind."[১]

ইকবাল-কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অনন্ত জীবনের জন্য আকুতি 'yeaning for life eternal' যাকে বলা যেতে পারে।

---

১. S. A. Vahid : Studies in Iqbal (Introduction) P. XI

www.islaminonesite.com

Contents

কবির ভাষায় :

مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے
یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا

'শিল্পের লক্ষ্য হলো অনন্ত জীবনের উত্তাপ,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ক্ষণস্থায়ী দু'একটি শ্বাস-প্রশ্বাস নয়।'

ইকবাল বলেন, শিল্পকলার শক্তিতে জাতি হবে শক্তিশালী। তার শক্তি হবে অলৌকিক শক্তির মতো যা জাতির ভাগ্য বিবর্তন ঘটিয়ে দেবে। কবির কথায় :

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں
جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

'অলৌকিক কার্যকলাপ ছাড়া কোন জাতির উত্থান হয় না,
যে শিল্পে মূসার যষ্টির শক্তি নেই· সে আবার শিল্প কিসের?'

নিছক শিল্পের জন্য শিল্প (Art for Art's sake) নীতির সমর্থন করেন নি ইকবাল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফ্রান্সে ফ্লবেয়ার, বদ্‌লেয়ার প্রমুখ লেখকগণ এই নীতির প্রবক্তা ছিলেন। অন্যান্য দেশে এই নীতির প্রবক্তাদের মধ্যে রাশিয়ার পুশকিন, ইংলন্ডের ওয়াল্‌টার পেটার (Walter Pater) ও অস্‌কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) এবং যুক্তরাষ্ট্রের এড্‌গার এ্যালেন্ পো (Edgar Allen Poe) বিখ্যাত। এঁরা অনেকে শিল্পে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না।

পক্ষান্তরে Aristotle, St. Augustine, Hume, প্রমুখ চিন্তাবিদ বলেছেন. শিল্পের কাজ আনন্দ পরিবেশন করা।

ইকবাল এসব মতবাদের সমর্থক নন। জীবনের স্ফুরণ ও উন্নয়নের জন্যই শিল্প সাধনা ছিল ইকবালের ব্রত। এদিক থেকে তিনি প্লেটো, রাস্‌কিন, ইবসেন, টলস্টয় ও বার্নাড শ'র সমগোত্রীয়।

ইকবাল-কাব্যে ক্লাসিক ও রোমান্‌টিক রীতি উভয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর কাব্যে ক্লাসিক কবিদের মতো সংযত বাক-ভংগী ও আঙ্গিক এবং

www.islaminonesite.com

Contents

রোমান্টিক কবিদের মতো কল্পনার উদ্দামতা—এ দুটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবির কাব্য পাঠ করে ইকবাল প্রভাবিত হন এবং তারই ফলস্বরূপ ১৯০১ সালে তাঁর প্রথম রোমান্টিক কবিতা 'হিমালিয়া' রচিত হয়। তবে উগ্র রোমান্টিকতা থেকে তিনি রক্ষা পান তাঁর ক্লাসিক প্রীতির জন্য। ইউরোপীয় রোমান্টিক কবিরা যে এ আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, তার প্রমাণ প্রখ্যাত সমালোচকের উদ্ধৃত মন্তব্যটি: "There are moments when Wordsworth, Coleridge and Shelley came here to absurdity, because they try to say more than words will carry."[১]

পক্ষান্তরে ইকবাল কাব্য রোমান্টিকতার ছোঁয়াচ পেয়েও বাস্তববাদী। কবির কথায়:

نہ جدا رہے تو اگر تب و تاب زندگی سے
کہ ہلاکئی امم ہے یہ طریق تے نوازی

'কবি দ্বন্দ্বমুখর জীবন থেকে দূরে থাকবে না,
কারণ ঐ প্রকার কাব্য বহু জাতির ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে।'

ইকবাল তাঁর কবিতাকে মানব জীবনের দুঃখ-ক্লেশ, ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্যথা-বেদনাকে সহ্য করে জীবনের পথে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলবার অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে উপস্থাপিত করে গেছেন। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'হুদী' (আরবীর উট চালকের গান) কবিতাটি। ঐ কবিতাটিতে বারবার একটি লাইন ধ্রুবার মতো ফিরে ফিরে আসে:

تیز تر کن گامزن منزل ما دور نیست

'আর একটু দ্রুত পা চালাও—মন্‌যিল আমাদের দূরে নয়।'

'উট চালকের গান' কবিতাটি রূপক। উট চালক উটকে বলছে, একটু দ্রুত এগোও—মন্‌যিল দূরে নয়, এসে গেল প্রায়। এ কথা বার বার করে

১. Sir Maurice Bowra : The Romantic Imagination, p. 280 (Oxford University Press).

www.islaminonesite.com

Contents

উট চালক তার উটকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগাচ্ছে। আর কবি যুগিয়েছেন জীবনপথে এগিয়ে চলার প্রেরণা। জীবনের প্রতি বৈরাগ্য-বিতৃষ্ণা বর্জন করে বিরামহীন সংগ্রামমুখর জীবনপথে সাহসিকতার সংগে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগানোর জন্য ইকবাল-কাব্য অনন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর গীতি-কাব্যে আবেগ ও ছন্দ-সুরের মাদকতাও লক্ষণীয়।

ইকবাল-কাব্যে আমরা প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি যেমন, তেমনি অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতিও আকর্ষণ দেখতে পাই। কোন কোন কবিতায় দেখি প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবি-হৃদয় উদ্বেলিত। ঐসব কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার সংগে মানব জীবনের সাদৃশ্যের কথারও ইংগিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور
ٹہرتے ہیں آشاں میں طیور
وہ جوئے کہستاں اچکتی ہوئی
اٹکتی اچکتی سرکتی ہوئی
اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی
بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی
ذرا دیکھ اے ساقی لالہ فام
سناتی ہے یہ زندگی کا پیام

—সাকীনামা

'উর্ধ্বে আকাশ নীলাভ, বাতাস আনন্দে মাতোয়ারা।
এমনকি পাখিরাও নীড়ে না থেকে বিচরণ করে ফিরছে।
ঐ দেখো পাহাড়ী নদী লাফাতে লাফাতে, নাচতে নাচতে,
ধাক্কা খেতে খেতে ছুটছে।

একটু দেখো সুন্দরী, রূপসী সাকী
নদী কেমন জীবনের বাণী আমাদেরকে শোনাচ্ছে।'

আর একটি কবিতায় কবি নীরব নিশীথের নিশ্চল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য চিত্রিত করেছেন এভাবে:

www.islaminonesite.com

www.islaminonesite.com

خاموش ہے چاندنی قمر کی
شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی
فطرت بے ہوش ہو گئی ہے
آغوش میں شب کے سو گئی ہے

'চাঁদের জ্যোৎস্না নীরব, নিথর,
প্রতিটি গাছের শাখাও নিশ্চল,
প্রকৃতি চারিদিকে স্পন্দনহীন,
রাত্রির কোলে প্রকৃতি নিদ্রামগ্ন।'

অন্য একটি কবিতায় কবি বলছেন :

پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح
دست طفل خفتہ رنگیں کھلونے جس طرح

'হেমন্তের ফুলের পাঁপড়িগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে
ঘুমন্ত শিশুর হাত থেকে যেন খসে পড়ছে খেলনা।'

প্রকৃতিকে কবি এতো ভালবেসেছেন যে, ফুলের পাঁপড়ির উপর বাতাসের সামান্য আঘাতও তাঁর বুকে বাজে। যেমন :

صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر
اشک بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر

'যদি ফুলের একটি পাঁপড়ি বাতাসের আঘাত পায়
আমার চোখ দিয়ে তা অশ্রু ঝরিয়ে দেয়।'

ইকবাল অন্য একটি কবিতায় বলেন :

کوہ و دریا و غروب آفتاب
من خدا را دیدم انجا بے حجاب

'পাহাড় পর্বত, সমুদ্র ও সূর্যাস্ত
সর্বত্র খোদাকে অনবগুণ্ঠিত দেখলাম।'

Contents

Contents

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো ইকবালও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন, কিন্তু মানুষের সৃজনী শক্তি ও শিল্পকলাকে তিনি গৌণ মনে করেন না। স্যার টমাস ব্রাউনের মতো ইকবালও স্বীকার করেছেন: "Art is the perfection of nature."[১]

প্রেম ও বুদ্ধির পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইকবাল বলেন:

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشاء لب بام ابھی

'প্রেম নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নমরুদের আগুনে,
বুদ্ধি এখনো দ্বিধাগ্রস্ত এবং ছাদ থেকে তামাশা দেখায় ব্যস্ত।'

বস্তুত: প্রেম যে ঝুঁকি নিতে পারে বুদ্ধি তা পারে না। বুদ্ধি অগ্রপশ্চাৎ ভাবে, এগোতে পারে না। কিন্তু প্রেমের উন্মাদনা প্রেমিককে যে-কোন ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইকবাল বলেন, বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে চলছে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা। কবির কথায়:

راز ہستی کو تو سمجھتی ہے
اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں
تو زمان و مکاں سے رشتہ بپا
طائر سدرہ آشنا ہوں میں [২]

হৃদয় বুদ্ধিকে সম্বোধন করে বলে—

'সৃষ্টি রহস্যকে তুমি বোঝ
আর আমি সে সবই দেখি।
তুমি স্থান ও কালের মধ্যে আবদ্ধ
আর আমি সব ছাড়িয়ে দৃষ্টি সীমার উর্ধ্বে উঠি।'

---

১. Religio Medica, Letter XVI—S.A. Vahid-এর "Studies in Iqbal"-এর (Ashraf Publication. 1967) ১৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

২. বাংগে দারা।

www.islaminonesite.com

Contents

প্রেমের ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি বলেন :

تو نہ شناسی ہنوز شوق بمیرد ز وصل
چیست حیات دوام ؟ سوختن ناتمام[১]

'তুমি তো বোঝ না প্রেম মিলনে যায় মরে—
অমর জীবন কি ? অবিরাম বিরহানলে দহন।'

মা'রিফাত বা আল্লাহ্‌তত্ত্বের গূঢ় রহস্য (প্রেম) ছাড়া শরীয়ত বা ধর্মীয় আইন-কানুন অর্থহীন—এ কথা ইকবাল কেমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন এই একটি মাত্র ছত্রে :

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتکدۂ تصورات !

'জ্ঞান, হৃদয় ও দৃষ্টির প্রথম মুরশিদ হলো ইশক,
ইশক না থাকলে শরীয়ত ও দ্বীন কাল্পনিক মূর্তিপূজা।'

এসব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইকবাল কেবল মুসলিম রেনেসাঁর কবিই ছিলেন না, তিনি ব্যাপক অর্থেও কবি ছিলেন। যেমন কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং আরও অনেকে। ইকবালকে সাধারণতঃ মুসলিম জাগরণের কবি বা ইসলামের কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু এ কথা পুরাপুরি ঠিক নয়। যে ইকবাল-কাব্যের সবটি অধ্যয়ন করেনি, তার পক্ষে এ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি গোটা ইকবাল-কাব্য ও ইকবালের চিন্তাধারার খবর রাখেন, তিনি এমন কথা কখনো বলতে পারেন না। বস্তুতঃ ইকবাল বিশেষ গোত্র বা জাতির কবি ছিলেন না। মুসলমান হিসাবে তাঁর চোখের উপর মুসলমানদের যে অবনতির চিত্র দেখেছিলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবে তাঁর মতো ভক্ত মুসলমান ব্যথিত হয়ে মুসলমানদের পরিত্রাণের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন 'শিক্‌ওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়া'। কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ কাব্যগ্রন্থ বিশ্বমানবের জন্য লেখা ; সেগুলোর আবেদন সার্বজনীন। তাই ইকবালকে যখন আমরা কেবল মুসলিম রেনেসাঁর কবি বলি, তখন তাঁকে

১. পায়াম-ই-মাশরিক

www.islaminonesite.com

Contents

আমরা নিশ্চয়ই খাটো করি; তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন তখন আমরা করি না। অথচ অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী বলেন: "If some of his notes are strident, and even lack on all-India appeal, they will be forgotten; the ultimate evocative power of his poetry lies in his profound humanity."[১]

অপর একটি উক্তিতে অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন যে, কবির ইসলাম-প্রীতিই শুধু নয়, তাঁর কাব্যের শিল্পগুণও লক্ষ্যযোগ্য এবং ঐ দুটো গুণের জন্যই তাঁর কাব্য এতো ঘনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী। লেখকের ভাষায় বলি: "Passionate faith in Islam and artistic skill give a striking power to his verse—it goes to the heart—and young Islam knows why."[২]

ইকবালের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি অমিয় চক্রবর্তীর সমালোচনায়। বাংলা ভাষায় তাঁর আর একটি উক্তি উদ্ধৃত না করে পারছি না, কেননা তাঁর মতো ইকবালকে এমন দরদ ও আগ্রহ নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী আর কেউ বিচার করেন নি। উল্লেখ্য যে, অমিয় বাবু নিজেও একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সমালোচক।

যাহোক, অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন: "কবি ইকবালের বাড়ির দরজাটা খুলে মনে হ'ল মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঙ্গনে এসে পৌঁছেছি যে-দিকে লাহোরের কাবুলী দরোয়াজা খোলা। উত্তর ভারতের মুক্ত হাওয়া ইকবালের কথাবার্তায়, তাঁর দরাজ ব্যবহারে, ঘরের পাঞ্জাবী-আফগানী সরঞ্জামে। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। কৌচে ঈষৎ হেলান দিয়ে উঠে বসলেন, হাতে গড়গড়ার নল; পরনে তাঁর ধবধবে পিরান, কুলো পাজামা। তাঁর সৌজন্য সুন্দর বললে সব বলা হয় না, যেন ব্যবহারের একটি শিল্পকাজ; এই রকম আভিজাত্য পুরানো পশমিনার উপরে কাশ্মিরী ফুলের মতো, দুর্লভ সামগ্রী। অথচ প্রখর যুগচেতন মন, হাস্যোজ্জ্বল; একেবারে ভারতীয় এবং আধুনিক তাঁর চিন্তার সৌকর্য। জানতাম এই কবি দামাসকাস্, কায়রো থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত পারসিক উর্দু ভাষায় লোকের মন নাড়িয়েছেন; ভারতবর্ষব্যাপী তাঁর 'হিন্দুস্তান হামারা' গানের চল; কেম্ব্রিজের ইনি মেধাবী পণ্ডিত;

১. The Great Men of India, published by the Times of India and the Statesman, Calcutta, p. 570.

২. Ibid, p. 570,

www.islaminonesite.com

Contents

এঁর মতো চোস্ত ইংরেজী গদ্য কম ভারতীয় লিখেছেন। অথচ কত হালকা তাঁর জ্ঞানের ভার, সহজ দিলদরিয়া ভাব। বুঝলাম একেই আমরা কস্‌মোপলিটান মন বলি, যা স্বদেশী অথচ প্রসারী, যেখানে লেন-দেন চলছে বড়ো চত্বরে, নানা দেশীয় আধুনিক-প্রাচীনে সমন্বয়।'[১] ইকবাল-মানস ও প্রতিভার এরূপ অনন্য সাধারণ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর কারুর পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, ইকবাল কেবল মুসলমানের ও বিশেষ করে পাকিস্তানের কবি ছিলেন।

নিজের দেশ ও কওমের জন্য দরদ ও ভালবাসা থাকা পাপ নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। দেশী ও বিদেশী সব কবি-সাহিত্যিকের সে টান ছিল এবং আছে। কিন্তু কোন স্বদেশপ্রীতিই যেন মানবতাবোধকে ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশপ্রেম তখনই বর্জনীয় ও নিন্দনীয় যখন তা অন্য দেশ ও মানুষের কল্যাণ ব্যাহত করে। ইকবাল অবশ্যই বঙ্কিম চন্দ্রের মতো 'দেশপ্রেমিক' ছিলেন না—এ কথা অতি সত্য। বস্তুত: দেশ ও জাতিকে ভালবেসেই ইকবাল বিশ্ব-মানবকে ভালবেসেছেন। আর তা-ই ইসলামের শিক্ষা এবং প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়।

ইকবাল নিজের পরিচয় নিজের এক কবিতায় দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন:

درویش خدا مست نہ شرقی نہ غربی
گھر مرا نہ صفاہان نہ دھلی نہ سمرقند

'আমি খোদার পাগল এক দরবেশ, না প্রাচ্যের না পাশ্চাত্যের
আমার দেশ না ইসপাহান, না দিল্লী, না সমরকন্দ।'

ইকবাল আরো বলেন: উপলব্ধি করো সেই আত্মাকে, যা প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়, এ হচ্ছে অমূল্য রত্ন যা এমনকি ফেরেশতা জিবরাঈলের কাছেও বন্ধক রাখা তোমার উচিত নয়।[২] ইকবাল আত্মোপলব্ধির কবি। কোন নীচতা, কোন সংকীর্ণতা, কোন আঞ্চলিকতা তাঁর মহৎ আত্মাকে কলুষিত করতে পারে নি।[৩] সৃজনশীল ছিল তাঁর প্রতিভা, উন্মুক্ত ছিল তাঁর মন, উদার আকাশের মতো ছিল তাঁর হৃদয়। তাই যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, এক দুর্বার আকর্ষণ তাকে কবির দিকে টেনেছে।

---

১. লেখকের 'সাম্প্রতিক' শীর্ষক পুস্তকটির ১১৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

২. ইকবাল-মানস (পাকিস্তান পাবলিকেশনস্) পৃ: ৪ থেকে উদ্ধৃত।

৩. ইকবাল বলেছিলেন: 'মযহাব নেহি সিখাতা আপস্ মে বের রাখনা' (ধর্ম পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা শেখায় না)

www.islaminonesite.com

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইকবালের শিল্প ও জীবনবোধ

শিল্পের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে কালে কালে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে এবং এতদসত্ত্বেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে নিজের নিজের সিদ্ধান্তকে আপন মন, রুচি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী সবাই বলবৎ রাখার চেষ্টা করেছেন। এসব বিতর্কে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছালেও উভয় দিক থেকে যে প্রচুর যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করা হয়েছে, সে সবের সারবত্তা অনস্বীকার্য। তবে দুই মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার মধ্যেই রয়েছে বিতর্কের অবসান এবং এই সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যেই শিল্প ও তার সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটা সমঝোতায় আসা সম্ভব। নিছক আর্ট-এর জন্য আর্ট-এর সাধনা বা শিল্পের খাতিরে শিল্প সৃষ্টির যেমন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, তেমনি আর্ট বা শিল্পকে জীবনের তাকিদেও সৃষ্টি করা যেতে পারে। সূর্যাস্তের শোভা ও সৌন্দর্য কবি-শিল্পীর মনে যে অনুভূতি ও আবেগ জাগায়, তা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু তবু সে শোভা ও সৌন্দর্য যখন কবির মানস রঙে রঞ্জিত হয়ে কবিতার রূপ পরিগ্রহ করে অথবা শিল্পীর তুলিতে তা অপরূপ সুষমায় চিত্রিত হয়ে উঠে, তখন তা শুধু কবি বা শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে না, তা হয়ে উঠে সার্বজনীন ; সকল মানুষের মনে তা আবেদন সৃষ্টি করে, সকল মানুষের মনে তা আনন্দ পরিবেশন করে।

শিল্পের এই সৌন্দর্যচর্চার দিক ছাড়াও জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও যে তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এ কথাও স্বীকার করতে হয়। শিল্প-সাহিত্য জীবনকে কেবল সুন্দরই করে না, শক্তিশালীও করে। সত্য ও সুন্দর নিয়ে শিল্পের কারবার ; আর সেই সত্য-সুন্দরের সাধনায় শিল্প-সাহিত্য নিয়োজিত। কবি কীটস্-এর ভাষায় : "Truth is beauty, beauty is truth." 'যা সত্য তাই সুন্দর এবং যা সুন্দর তাই সত্য।' যিনি পরম সত্য তিনি পরম সুন্দর, তাই সেই উৎস থেকে যে সত্য উৎসারিত হয়, সে-ও হয় সুন্দর। এই সত্য-সুন্দর নিশ্চয়ই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ; বরং এক অবিচ্ছেদ্য

www.islaminonesite.com

Contents

সম্পর্কে জীবনের সংগে তা জড়িত। তাই শিল্প-সাহিত্যের সাধনা জীবনেরই সাধনা। ইকবাল বলেন, জীবন শুধু সুন্দরই নয়, তা শক্তিশালীও বটে। সৌন্দর্য সৃষ্টি ও শক্তি অর্জন উভয়ই হবে শিল্পের লক্ষ্য। সাহিত্য-শিল্প শুধু সুন্দরের স্তবগান নয়, তা আমাদের মনে অফুরন্ত শক্তি, সাহস ও প্রেরণারও উৎস। ব্যক্তি জীবনে ও জাতীয় জীবনে সাহিত্য-শিল্প করবে আশার ও আলোকের সঞ্চার; আমাদের হতাশাদীর্ণ ও অবসাদগ্রস্ত মনে আনবে এক বিপুল আশা ও উদ্দীপনার জোয়ার। শিল্প-সাহিত্য আমাদের নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় না করে বরং আমাদের সামনে এক আলোকোজ্জ্বল ও আনন্দময় ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরবে এবং এক গৌরবদীপ্ত, সমৃদ্ধিশালী জীবনের সৃষ্টিতে হবে সহায়ক। জীবনকে শক্তিহীন, নিষ্ক্রিয় করে শিল্প শুধু সৌন্দর্যের সুকুমার চর্চায় লিপ্ত থাকবে না, বরং জীবনকে তা করে তুলবে বলিষ্ঠ ও কর্মচঞ্চল। ইকবালের কথায়: "The ultimate end of all human activity is life—glorious, powerful, exuberant. All human art must be subordinated to this final purpose and the value of everything must be determined with reference to its life-yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will force and nerves us to face the trials of life manfully. All that which brings drowsiness and makes us shut our eyes the Reality, on the mastery of which alone life depends, is a message of decay and death. There should be no opium-eating in Art. The dogma of Art for the sake of Art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power."[১] অর্থাৎ, জীবনের রূপায়ণে, জীবনের স্ফুরণে যার ভূমিকা যতো সক্রিয় তা ততো মূল্যবান।

---

১. "Our Prophet's Criticism of Contemporary Arabian Poetry" (The New Era, 1916) পৃ: ২৫১

www.islaminonesite.com

Contents

ইকবাল তাঁর এক কাব্যগ্রন্থে বলেছেন :

এ্যায় আহ্‌লে নযর যওকে নযর খুব হ্যায় লেকিন
জো শ্যায় কী হাকীকাত্ কো না দেখে ওহ নযর কিয়া
মাক্‌সুদে হুনার্ সুযে হায়াতে আবাদী হ্যায়
ইয়ে এক্ নাফাস্ ইয়া দো নাফাস্ মিস্‌লে শারার কিয়া
বেনুজেযা দুনিয়া মেঁ উভার্‌তী নেহি কওমেঁ
জো যার্‌বে কালিমী নেহি রাখ্‌তা ওহ্ হুনার্ কিয়া।[১]

অর্থাৎ, ইকবালের মতে যে শিল্পী বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সত্যকে চিনতে পারে না, সে মহৎ শিল্পী নয়। চোখের সামনে যা ঘটছে তা দেখা তো অতি সাধারণ লোকের দেখা ; শিল্পী দেখেন ঘটনাপ্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন পরম রহস্যের রূপ ; তিনি লোকলোচনের আড়ালে অদেখা রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, তাই তিনি সত্যিকার শিল্পী ; আর যিনি যা ঘটে তাই দেখতে পান, তার বাইরে বা উর্ধ্বে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয় না তিনি নিছক লেখক, শিল্পী নন। ইকবাল বলেন, শিল্প সাময়িক চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়, সে নিগূঢ় জীবন-সত্যের বাহক ; সে দু'এক কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়, সে চিরন্তন, শাশ্বত। হযরত মূসার যষ্টির মতো শক্তিমান শিল্পই জাতিকে জাগ্রত, উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করে তুলতে পারে। যে শিল্পের এই জাগরণী মন্ত্র নেই, সে শিল্প মানুষের জীবনের উপযোগী নয়। ইকবাল তাঁর কবিতায়, বক্তৃতায় শিল্প সম্বন্ধে মূলতঃ এ অভিমতই ব্যক্ত করে গেছেন।

ইকবাল বলেছেন, প্রকৃত শিল্পী শক্তিমান স্রষ্টা এবং সে আল্লাহ্‌রই নিবিড় সান্নিধ্য লাভে ধন্য এবং সে মহাকালের স্পন্দন অনুভব করে তার হৃদয়ের মাঝে। ইকবালের ভাষায় : "He is an associate of God and feels the time and eternity in his soul." প্রকৃত শিল্পীর স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে দার্শনিক ফিচের (Fitche) মন্তব্য উদ্ধৃত করে ইকবাল আরো বলেছেন : "He sees nature full, large and abundant as opposed to him who sees

১. 'যার্‌বে কালিম' থেকে।

www.islaminonesite.com

Contents

things thinner, smaller and emptier than they actually are."[১] অর্থাৎ প্রকৃতির ভিতর সব কিছুই প্রকৃত শিল্পীর চোখে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। সে কোন কিছুই ক্ষুদ্র ও খণ্ডভাবে দেখে না ; সে এক বিরাট অখণ্ড সত্তার প্রকাশ হিসাবে সকল বস্তুকে নিরীক্ষণ করে। সুতরাং শিল্পীর সাধনা মহান—ক্ষুদ্র ও খণ্ডকে নিয়ে তার সাধনা নয়, অপরূপ ও পরম সত্য-সুন্দরের সাধনা তার। ইংরেজ মরমী কবি ব্লেকের ভাষায়: "An artist who has not travelled upto heaven at least in his imagination and thought is no artist at all." অর্থাৎ প্রকৃত শিল্পীর শিল্পলোক সংকীর্ণ নয়—বস্তুরূপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অরূপের পিয়াসী সে। রবীন্দ্রনাথের কথায়:

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।"

এ বিশ্বে তাই কিছুই ছোট ও অকিঞ্চিৎকর নয়—সব এক মহান অখণ্ড সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ। মনীষী কার্লাইল বলেছেন: "Rightly viewed, every meanest object is as a window through which the philosophic eye looks into the Infinitude itself."[২] অর্থাৎ, প্রতিটি সামান্য বস্তুও গবাক্ষস্বরূপ যার ভিতর দিয়ে অসীম অনন্তের রূপ অবলোকন করা যায়। অবশ্য সেজন্য থাকতে হবে শিল্পীর উন্নত, উদার মন। রবীন্দ্রনাথের কথায়: "বাঁশতলার পানা পুকুর সকল প্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কাররূপে নয়, নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে ; তার এমন স্বচ্ছতা, এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নির্মল করে দেখাতে পারে।"[৩]

সুতরাং যার হৃদয় নির্মল ও উদার নয় সে উচ্চস্তরের শিল্পীও নয়। সংকীর্ণতা ও নীচতার কীট যার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে, বিদ্বেষবিষে যার অন্তর কলুষিত, সে শিল্প-সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনে কিরূপে প্রবেশ পাবে? পক্ষান্তরে আসল শিল্পীর হৃদয়ে মানুষের জন্য থাকবে অফুরন্ত প্রীতি ও ভালবাসা। অন্যথায় তার শিল্পচর্চা হবে কার জন্য ?

১. Muraqqa-i-Chughtai, Foreword.
২. Carlyle : Sartor Resartas.
৩. বিচিত্র প্রবন্ধ : 'সাহিত্যের প্রাণ' থেকে উদ্ধৃত।

www.islaminonesite.com

Contents

ইকবাল বলেন :

بآدمی نرسیدی خدا چہ می جوئی

'মানুষের কাছেই পৌঁছতে পার নি, আল্লাহ্‌কে খোঁজ কেন?'

অর্থাৎ মানুষকে ভাল না বাসলে স্রষ্টাকে ভালবাসা সম্ভব নয়, মানুষকে বা সৃষ্টিকে না চিনলে স্রষ্টাকে চেনা যায় না। মানুষের জন্যই শিল্প-সাহিত্য; সুতরাং সেই মানুষকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করলে শিল্প-সাহিত্যের সাধনা হয় অর্থহীন। জীবনকে উন্নততর ও মহত্তর করার সাধনায় শিল্প-সাহিত্যকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রত হতে হবে, অন্যথায় তা শুধু যে কল্পনাবিলাস বা ভাববিলাসিতায় পর্যবসিত হবে, তাই নয়, বরং তা বাস্তব জগত ও জীবন থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে নিছক রোমান্টিকতায় পর্যবসিত হবে।

সাহিত্য-শিল্পের এইসব চিরায়ত চিন্তাভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে ইকবাল-কাব্যে। অন্য কথায়, ইকবাল-কাব্যে realism ও romanticism-এর সমন্বয় ঘটেছে; তিনি কেবল realist-ও নন, কেবল romanticist-ও নন। Romanticist-এর বিরুদ্ধে realist-এর অভিযোগ—সে বাস্তববিমুখ, অর্থাৎ যে জগতে, যে সমাজে সে বাস করে, তার প্রতি সে উদাসীন; এ উদাসীনতা তাই অমার্জনীয়। ইকবাল বাস্তব জগত ও অতীন্দ্রিয় জগত উভয়ের প্রতি সচেতন ছিলেন; তিনি যেমন মাটির পৃথিবী ও তার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের প্রতি নির্লিপ্ত ছিলেন না, তেমনি মাটির পৃথিবীর মমতায় উর্ধ্বলোককেও ভুলে যান নি। ইকবাল-কাব্যে গভীর, গূঢ় ভাবের ব্যঞ্জনা লক্ষ্যযোগ্য।

ইকবাল-কাব্য মূল্যায়ন প্রসংগে John Hoywood অতি সত্যই বলেছেন: "To Iqbal, the poet's function was to stir and stimulate his readers: the poet had some of the attributes of the Prophet. "Nations," he said, "are born in the hearts of poets."[১] At the same time, while not a Sufi poet, he was inimical to facile and simple poetry. He once wrote: "Matthew Arnold is a very precise poet. I like, however, an element

১. Javid Iqbal: Stray Reflections, Lahore, 1961, p. 125 (বন্তব্য উদ্ধৃত)।

www.islaminonesite.com

Contents

of vagueness in poetry since the vague seems profound to the emotion."[১] এদিক থেকে ইকবাল শেলীর সমধর্মী ছিলেন বলা যেতে পারে; কেননা শেলীর কাব্যের অস্পষ্টতা ও অনির্দেশ্যতা তাকে অনন্য, অতুলনীয় মাধুর্য দান করেছে। কাব্যে সবই স্পষ্ট ও ব্যক্ত হলে তার মাধুর্যের হ্রাস হয়। শেষ হয়েও শেষ হবে না, তার রেশ থেকে যাবে—বোটানাট এই ছিল কাব্য সম্বন্ধে ইকবালের দৃষ্টিকোণ।

এ ছাড়া ইকবাল তাঁর কবিতায় সর্বপ্রকার ছলনা-প্রতারণা ও ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে আঘাত হেনেছেন। নজরুল ইসলামও বাংলা কবিতায় এ কাজ করেছেন তাঁর 'মানুষ', 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি কবিতায়।

ইকবাল বলেন:

دین حق از کافری رسوا تر است
زانکه ملا مؤمن کافر گر است
دین کافر فکر و تدبیر جهاد
دین ملا فی سبیل الله فساد [২]

'সত্য ধর্ম অধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছে,
কারণ মোল্লা, যদিও ধার্মিক, তবুও সে মানুষকে বেঈমান বলে
আখ্যায়িত করে।

কাফিরের ধর্ম হলো চেষ্টা-সাধনার তদ্বীর,
আর মোল্লার ধর্ম হলো আল্লাহ্‌র নামে অশান্তি সৃষ্টি।'

ইকবালের মতে, ধর্ম মানুষকে করবে উদার, সহনশীল ও পরহিতে ব্রতী। তাছাড়াও ধর্ম মানুষকে করবে সত্যাশ্রয়ী ও অকুতোভয়। এ কথাই ইকবাল তাঁর এক কবিতায় বলেছেন এভাবে:

الٰہی جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
الله کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

১. Javid Iqbal: Stray Reflections, Lahore. 1961 p. 106 (মূল উদ্ধৃত)—In Memorium—II, Iqbal Academy, Karachi, 1968.

২. জাভিদনামা, পৃঃ ৮৪।

www.islaminonesite.com

Contents

'সাহসীদের নীতি সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা —
আল্লাহ্‌র সিংহ শৃগালের শঠতা জানে না।'

কাব্য-শিল্প সম্বন্ধে ইকবালের অভিমতও আলোচনাযোগ্য। ইকবাল বলেন :

شعر را مقصود اگر آدم گری است
شاعری هم وارث پیغمبری است

কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ তৈরী করা
তবে কবিত্ব পয়গম্বরীর উত্তরাধিকার হবে নিশ্চয়ই।

অন্য এক কবিতায় কবি বলেছেন :

مشو منکر که در اشعار این قوم
ورائے شاعری چیزے دگر هست

ঐ কবিদেরকে অবজ্ঞা করো না,—কেননা ওদের
কাব্যে কবিতা ছাড়াও অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য আছে।

ইকবাল বলেন : The spiritual health of a people largely depends on the kind of inspiration which their poets and artists receive.[১]

কবি-শিল্পীরা যদি মহৎ প্রেরণা লাভ করেন, তাহলেই তাঁদের কাজ জাতির পক্ষে হয় কল্যাণকর, নচেৎ তা জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। ইকবালের ভাষায় : The inspiration of a single decadent soul, if his art can lure his fellows to his songs or pictures, may prove more ruinous to a people than whole battalions of an Atilla or a Chingiz.[২]

১. Muraqqa-i-Chughtai, Foreword.

২. Ibid.

www.islaminonesite.com

Contents

বস্তুত: কবির এই সূক্ষ্মদর্শিতা ও মহৎ চিন্তার জন্যই তত্ত্বদর্শীদের নিকট কবি ইকবাল নবুওতের অনুরূপ কর্তব্যই সম্পাদন করে গেছেন মানুষের জন্য। কবি সম্পর্কে উক্ত মনীষীদের অভিমত হল :

در نظر معنی نگران حضرت اقبال پیمبری کرد
ولیکن پیمبر نتوان گفت۔

তত্ত্বদর্শীদের দৃষ্টিতে হযরত ইকবাল পয়গম্বরীর
অনুরূপ কাজ করেছেন,
যদিও পয়গম্বর তাঁকে বলা যাবে না।

———

www.islaminonesite.com

গ্রন্থপঞ্জী

Authors' Name	Name of the Book
1. Aristotle	Ethics
2. Abdul Hakim, Khalifa	The Metaphysics of Rumi (Ashraf Publication, Lahore).
3. Arberry, A. J.	An Introduction to the History of Sufism.
4. Bolitho, Hector	Jinnah—Creator of Pakistan (Murray, London, 1954)
5. Brown, Sir Maurice	The Romantic Imagination (Oxford University Press).
6. Carlyle, Thomas	Sartor Resartas
7. Caudwell, Christopher	Illusion aud Reality (People's Publishing House. Bombay, 1947)
8. Hitti, Philip	The History of the Arabs.
9. Iqbal, Dr. Muhammad	Reconstruction of Religious Thought in Islam.
10. Iqbal. Dr. Javid	Stray Reflections, Lahore. 1961
11. Muhammad Ali, Maulana	Early Caliphate
12. Muir. William	The Life of Muhammad
13. Nicholson, R. A.	Secrets of the Self (Eng. Tran. of Asrar-i-Khudi by Dr. Iqbal)
14. Vahid. S.A.	a) Iqbal—His Arts & Thought b) Studies in Iqbal

www.islaminonesite.com

Contents

Journals

15. In Memorium—II — Iqbal Academy, Karachi, 1968
16. The New Era, 1916
17. Pakistan Miscellany, — Pakistan Publications, Karachi, 1952

Other Publications

18. Thoughts and Reflections of Iqbal
19. Speeches and Statements of Iqbal
20. Letters of Iqbal to Jinnah
21. History of the Freedom Movement Vol III, Part II — Park. Historical Society, Karachi
22. The Great Men of India — The Statesman, Calcutta
23. ইকবাল-মানস : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স
24. রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র প্রবন্ধ : সাহিত্যের প্রাণ
25. অমিয় চক্রবর্তী : সাম্প্রতিক

ইকবাল কাব্য : উর্দু ও ফারসী

26. আসরারে খুদী
27. বালে জিবরীল
28. রমুযে বেখুদী
29. বাংগে দারা
30. যরবে কালীম
31. যাভীদনামা
32. পায়াম-ই-মাশ্‌রিক

www.islaminonesite.com